মানবাধিকার শিক্ষা

ভূমিকা

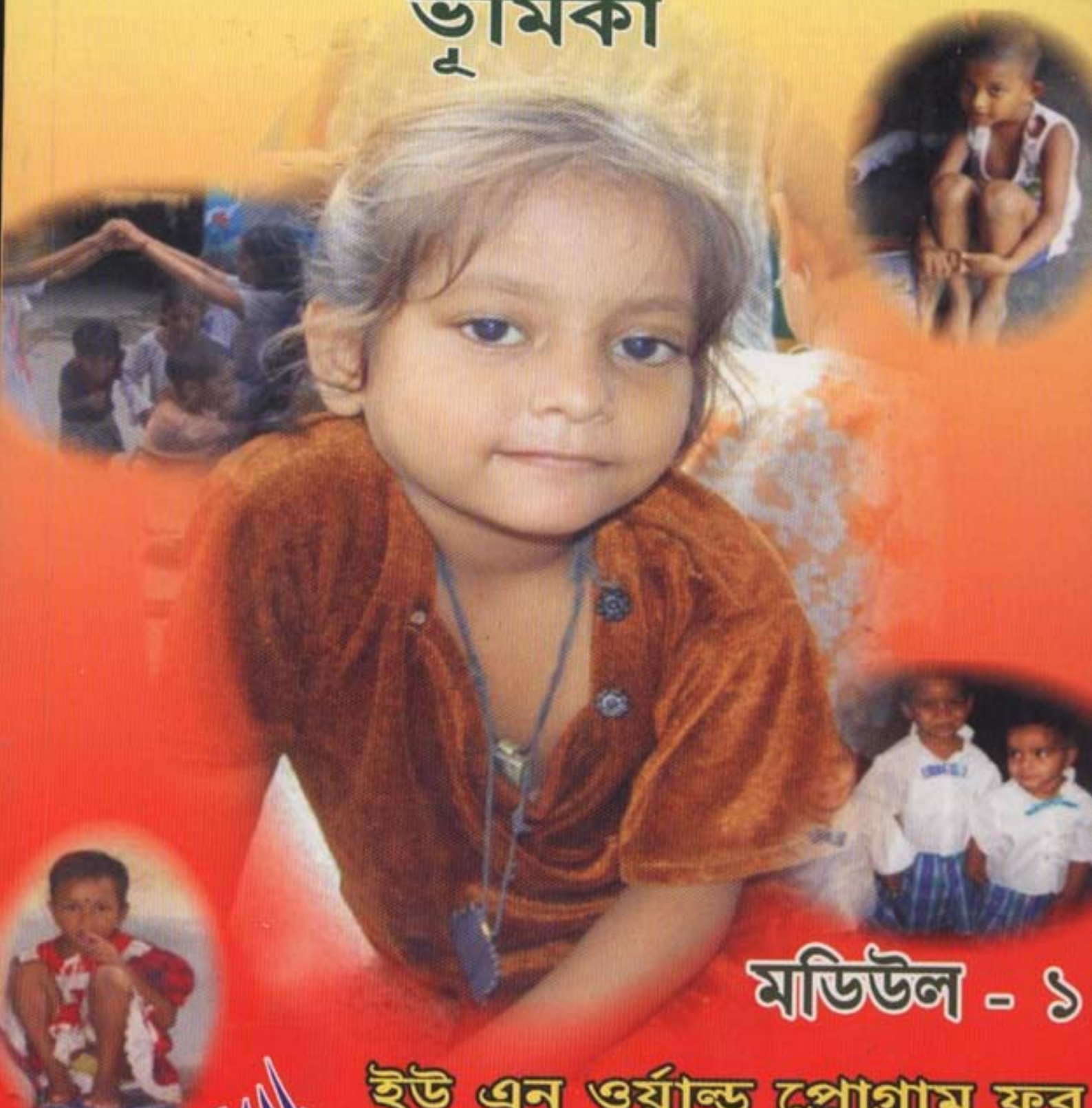

মডিউল - ১

ইউ এন ওর্য়াল্ড প্রোগ্রাম ফর
হিউম্যান রাইটস এডুকেশন
(২০০৫ - ২০০৭)

মানবাধিকার শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের জন্য মডিউল - পর্ব ১

ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস

এডুকেশন

(পিপলস ওয়াচ এর একটি শাখা)

৬নং ভাল্লাভাই রোড

চক্কিকুলাম , মাদুরাই - ৬২৫ ০০২

ফোন - (০৪৫২) ২৫৩১৮৭৪ , ২৫৩৯৫২০

ফ্যাক্স ঃ ০৪৫২ - ২৫৩১৮৭৪

ইমেল ঃ ihrc@pwtn.org

ওয়েবসাইট ঃ www.pwtn.org

লরেটো ডে স্কুল শিয়ালদহ

১২২ , আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড

কলকাতা - ৭০০ ০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৬৩৮৪৫

ওয়েবসাইট ঃ loretosealdah.com

ইমেল ঃ smcyril@yahoo.com

মানবাধিকার শিক্ষা - ভূমিকা (মডিউল - ১)

লেখক : ডঃ আই দেভাসায়ম
আলয়াসিয়াস ইরুধায়ম

স্টেট কারিকুলম কমিটি : এস. এম. সিরিল - অধ্যক্ষ
শ্রীমতী নন্দিতা বীর
শ্রীমতী নূর আশফাক
শ্রীমতী বিশাখা সেন
শ্রীমতী মহুয়া বোস
শ্রীমতী ম্যাগডালিন গোমস
শ্রীমতী ক্যাথরিন গোমস
শ্রীমতী রোশনি দাশগুপ্ত (ঘোষ)

অনুবাদ : শ্রীমতী পি. রায়চৌধুরী
রীতা মুখার্জী
শ্রী সৌমিত্র ভট্টাচার্য

অলংকরণ : শ্রী উৎপল বন্দোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রী এরিক রেবেইরো

স্বত্ব : ইন্সটিটিউট অফ হিইম্যান রাইটস
পিপলস ওয়াচ্ মাদুরাই

প্রকাশন : ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস
লরেটো ডে স্কুল, শিয়ালদহ
পশ্চিমবঙ্গ

মুখবন্ধ

আমরা বিশ্বাস করি যে সকল শিশুরই স্বাধীনতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসা পাবার অধিকার আছে এবং ভালবাসা ও সহনশীলতার পরিবেশ সেজন্যই লালন করতে হবে যাতে সব ভারতবাসীই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে।

উন্নয়নশীল সমাজে মানবাধিকারের শিক্ষাকে কেন্দ্রে রাখা হয় যাতে শিশু নতুন বৃহত্তর সমাজে বীরত্বের সঁঙ্গে নেজেকে প্রতিষ্টিত করতে পারে। পৃথিবীর বাস্তবকে যাতে শিশুরা দেখতে পায় তারই লক্ষ্যে পৌছাতে আমাদের শিশুদের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্হা ! শিক্ষকের্ প্রধান কাজ হল ভাল এবং খারাপ ভাবনাগুলির ধরণকে চিহ্নিত করা এবং শিশুদের দিয়েই এসব ক্ষেত্রের কারণগুলি চিহ্নিত করতে হবে , তার ফলশ্রুতিই বা কি হতে পারে তা যাতে শিশুরা বুঝতে পারে । সেইকারণেই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলি যেখানে প্রায়শই ১৫০ ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন , সেখানে ও যদি ১ বা ২টি পিরিয়ড মানবাধিকার শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয় তাহলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই উপকৃত হবে । মানবাধিকার শিক্ষা মানুষকে সহমর্মি মানুষ হতে উৎসাহী করে । এইকারণেই মানবাধিকার শিক্ষাকে দীর্ঘ মেয়াদই করতে হবে ।

শিশু যখন মূল ধারণাগুলো মোটামুটি বুঝতে শিখবে তখন থেকেই এই শিক্ষা আরম্ভ করতে হবে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে সমাপ্ত করতে হবে । সবসময়ই যাতে সকলে অংশ গ্রহন করতে পারে এমন কাঠামোর পরিকল্পনা করতে হবে । শিশুর নিজের সম্বন্ধে ভাবনার দক্ষতাকে বাড়ানোর জন্য এলোমেলো নয় - গুছানো চিন্তার পথে চলবে - ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং তথ্য তাকে সাহায্য দেবে । এইভাবে শিশুকে মানবিক অধিকার সম্বন্ধে কেবল সচেতনই করবে না এর মধ্যে দিয়ে সে আর্ন্তজাতিকও হবে । আন্তর্জাতিক হবে। এই আন্তর্জাতিকই মানবাধিকার শিক্ষার সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছে । এই আন্তর্জাতিক মনোভাবই তাকে অধিকার সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে এবং এই অধিকার ক্ষুন্ন হলে সে সক্রিয়া অংশ গ্রহন ও করতে পারে ।

আমাদর কর্তব্য হল আমাদের শিশুদের মানবাধিকার সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এ কাজ এখনই আরম্ভ করা উচিত। এই দেশে মানুষকে জীবনে এত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হতে হয় তাই মনে হয় এই পদক্ষেপ সার্থকই হবে। মানবিধকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে আরম্ভ করা হলে দেখা যাবে বিদ্যালয়ের অদক্ষগণ তাঁদের ছাত্রদের কাছ থেকেই চাপ অনুভব করবেন নানা সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য। যেসব বিদ্যালয়ের মানবাধিকার শিক্ষা দেওয়া হবে সেই সব বিদ্যালয় অচিরেই সমাজের নানা গোষ্ঠির উন্নয়নে নিজেদের জড়িয়ে নেবে। এইভাবেই রাজ্যের মানবাধিকার শিক্ষা সম্বনিত বিদ্যালয়গুলি সমাজের সকলের জন্য সুবিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে।

এই বইটিকে একটি মোটামুটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। পরবর্তী ধাপে বহু আলোচনার অপেক্ষা রইল। মানবাধিকারের পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্ভূক্ত হবেই তখনই সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যেই ৩০টি সরকারী বিদ্যালয়ে এটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর, তথ্য প্রধানকারীগণ এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

এস. এম. সিরিল
প্রিনসিপল
লরেটো শিয়ালদহ

প্রাথমিক পরিকল্পন

	ছাত্রদের কি করতে হবে	আপনি কি করবেন	আত্ম উন্নতিতে ছাত্ররা কি সুযোগ পাবে	মনন এবং সামাজিকতা বোধের উন্নয়নের কি সুযোগ ছাত্ররা পায় ।
INDIVIDUAL WORK একক কাজ	প্রাথমিক স্তরে , প্রত্যেকটি পাঠ নির্দেশ অনুযায়ী একা একা করতে হবে ।	• শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রত্যেকে একা একা কাজ করে । • কোনকিছুই ভুল বা নয় সকলের মতামত সমান মূল্যবান। • দরকার হলে নির্দেশ দিন । উত্তর বলে দেবেন না ।	স্বাধীন মতামত, নিজেকে জানা, দায়িত্ববোধ, নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা ।	মনঃসংযোগের ক্ষমতা - - পড়া, বোঝা এবং মূল্যায়নের ক্ষমতা । - স্বাধীনভাবে কাজ করা । - চিন্তা ভাবনার প্রকাশ ।
GROUP WORK প্রত্যেকটি পাঠ পৃথকভাবে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করা ।	ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে (৮ জনের বেশী নয়) পরস্পরের সঙ্গে একক কাজগুলি বিনিময় করে নিতে হবে । চার্ট তৈরী, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি করা যেতে পারে।	• ছাত্রদের পৃথক পৃথক দলে ভাগ করে নিতে হবে । • একটি দল থেকে আর একটি দলে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে হবে । • বিশেষ প্রয়োজন না হলে ওদের কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল ।	অপরের প্রতি ভালবাসা , সহানুভূতি সহকারে শোনা, বিশ্বস্ততা, সহ্যশক্তি, গ্রহণযোগ্যতা , উৎসাহ নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ।	- সুসংহতি সাধন - নিজের চিন্তা পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করা । - অন্যের কথা বোঝা এবং শোনা । - পরিকল্পনা করা - সৃজনশীলতা । - বিষয় উপস্থাপন করা ।

	ছাত্ররা কি করবে	আপনি কি করবেন	আত্ম উন্নতিতে ছাত্ররা কি সুযোগ পাবে	মনন এবং সামাজিকতা বোধের উন্নয়নের কি সুযোগ ছাত্ররা পায় ।
দলের কাজ শ্রেণীর সকলের সামনে উপস্থাপন করা । FEED BACK	পৃথক এক একটি দল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে মতামতে উপনীত হয়েছে, সেটির একটি লিখিত রূপ অথবা নাটক, চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রেণীসমক্ষে প্রকাশ করবে ।	মূল বিষয়টির প্রতিটি পয়েন্ট মন দিয়ে শোনা, প্রতিটি পয়েন্ট সংক্ষেপে বোর্ডে লেখা । (যদি কোন নেতিবাচক মূল্যবোধ সামনে এসে পড়ে , তবে তা বৃহত্তর আলোচনার অপেক্ষা রাখে ।) বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধি পর্বে ।	আত্মবিশ্বাস, বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দলভুক্ত হয়ে কাজ করা । শিক্ষা আবশ্যক ও সু সম্পূর্ণ হয় ।	- যোগাযোগের ক্ষমতা বাড়ায় । - যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায় । - বিষয় উপস্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । - সমন্বয় সাধন ।
শ্রেণীবদ্ধ সকলের বিশ্লেষণ ANALYSIS	বিষয়টি বিশ্লেষণের পর ছাত্ররা দেখবে কোন বৃহত্তর মূল্যবোধ ভারত তথা বৃহত্তর পৃথিবীর কোন মহান ধর্ম তথা ধর্মীয় নেতার ধর্মবোধের সঙ্গে মিলে যায় ।	শ্রেণীকক্ষে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে সচলতা আনতে হবে এবং ছাত্রদের বোঝাতে হবে আমাদের বিশ্বাস এবং কর্মের মধ্যেতফাৎটা কোথায় । একের সঙ্গে অপরের মন বিনিময়ের উপর জোর দিতে হবে । - নিজের মতামত দেওয়ার আগে অন্যের কথা ভাল করে শুনতে হবে । - দলগুটরা যেন কেবল নিজেরাই আলোচনা না করে	সত্যের প্রতি ভালবাসা , সততা । - ধৈর্য্য সহকারে শোনা , - নিজের মতামত দৃঢ়ভাবে পোষণ করা, অথবা যদি দেখা যায় অপরের মত ভুল, তাহলে যত্ন সহকারে তা পরিবর্তনে সহায়তা করা ।	- যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে । বোধশিক্ষা । সংযোগ ক্ষমতা । - প্রকাশ করা সুসংহত করা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায় - সৃজনশীল হতে সাহায্য করে । - সংকল্প করতে , অপরের আচরণ বিচার - বিবেচনা করতে শেখায় ।

	ছাত্ররা কি করবে	আপনি কি করবেন	আত্ম উন্নতিতে ছাত্ররা কি সুযোগ পাবে	মনন এবং সামাজিকতা বোধের উন্নয়নের কি সুযোগ ছাত্ররা পাবে ।
এতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে শ্রেণীকক্ষে যা সংগঠিত হল, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা । DECISION TO CHANGE	একা শান্ত হয়ে বসে ভাবতে হবে পাঠটি থেকে কি শিখলো যে বিষয়টি তাকে বিশেষভাবে ভাবিত করেছে , সেই পয়েন্ট গুলি দরকার হলে লিখে নিতে হবে ।	শান্ত , নিরুদ্বেগ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে (দরকার হলে মধুর কোন ধ্বনি টেপ রেকর্ডারে বাজানো যেতে পারে ।) পাঠটি থেকে যে অর্ন্ত - দৃষ্টি তারা লাভ করলো সেটির উপর আলোকপাত করবে । পাঁচ মিনিট পরে তাদের প্রতিক্রিয়া শুনে পয়েন্ট করে লেখা যেতে পারে । প্রায় তিরিশ মিনিট সময় বড়দের জন্য দেওয়া যেতে পারে । বেশীক্ষণ চুপ করে থাকলে বাচ্চারা অনেক সময় অধৈর্য্য হয়ে পড়ে ।	ব্যাক্তিগত দায়িত্ববোধ , ব্যাক্তিগত ক্ষমতা , আত্ম সচেতনতা, নম্রতা	মননের সততা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা সঠিক অবস্থা ।

	ছাত্ররা কি করবে	আপনি কি করবেন	আত্ম উন্নতিতে ছাত্ররা কি সুযোগ পাবে	মনন এবং সামাজিকতা বোধের উন্নয়নের কি সুযোগ ছাত্ররা পাবে ।
বিশ্লেষিত বিষয়টি অন্তরে গ্রহণ করা	একইভাবে শান্ত হয়ে বসে থাকবে । পরে আরো বৃহত্তর আধ্যাত্মিকতা বোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজেদের এবং অপরের আচরণ পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাড়িয়ে দেবে।	ধীরে ধীরে এই শান্ততা থেকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তৈরী করবেন নৈশব্দের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরের অনুভব করা যায় ।	নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার আনন্দানুভূতি ।	
সম্পাদন করে কার্যকরী করা	কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়ের সার্থকতা বহন করা।	বয়ঃসন্ধিপর্বের বিষয়টিতে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ না করাই ভাল । একটু খোলাখুলি ভাবে ছাত্ররা যা করবে বলে স্থির করেছে, তা করতে দেওয়াই ভাল । ছাত্ররা যদি আপনার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায়, তবে তা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়াই ভাল । কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যায় যদি পদ্ধতিটি সহানুভূতি এবং ক্ষমতা অনুযায়ী করা যায় , তবে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবে নিঃসন্দেহে ।	ব্যাক্তিগত দায়িত্ববোধ ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা, দৃঢ়সংকল্প, সহন ক্ষমতা	বাস্তবাদী হতে শেখায়। আত্মবিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে।

১. মানুষের বলবতী ইচ্ছা

একক কাজ ঃ নিচে লেখা প্রতিটি গল্প মন দিয়ে পড়ুন এবং ভাবুন আপনিও গল্পের একটি চরিত্র। একটি গল্প বেছে নিন এবং আপনার অনুভব কি হল লিখুন - দুঃখজনক / খুশী / রাগ বা অন্য কোন রকম অনুভূতি ?

মানুষের বলবতী ইচ্ছা ১

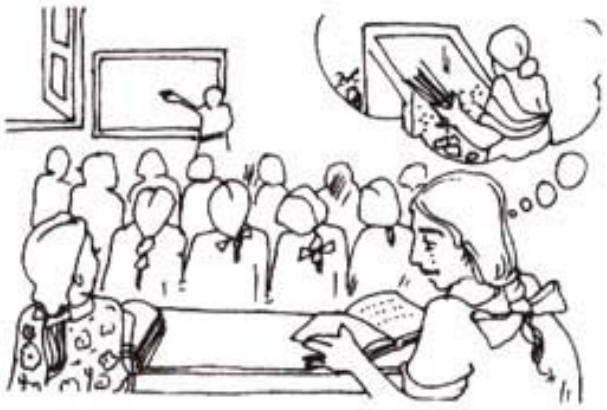

উৎস ঃ হিউম্যান স্কেপ - মে ২০০২

সংগীতা, বয়স ১৪ , সে একটি বিশেষ উপজাতির মেয়ে তাদের গোষ্ঠীর উপজীবিকা হল মানুষের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা। শ্রেণী শিক্ষক তাকে অন্যান্য ছাত্র - ছাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে দেন না। শ্রেণীর শেষসারিতে একা তাকে বসানো হয়। যদি ও সে লেখাপড়ায় ভাল তবু ও তার প্রতি এই ধরণের ব্যবহারের জন্য তাকে পড়াশুনো ছাড়তে হয়। সে সমাজসেবককে বলে " আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে "। আরেকটি ছেলে ও বলে " আমার - শ্রেণী শিক্ষক আমাকে শ্রেণীর শেষ সারিতে বসতে বলেন। আমরা কি মানুষ নই ? আমাদের কি মান মর্যাদা নেই ? আমাদের মানমর্যাদা কি আমরা অক্ষুন্ন রাখতে চাই না ? সকলের সঙ্গে আমাদের কি এক ভেবে ব্যবহার করা যায় না ?

মানুষের বলবতী ইচ্ছা ২

লক্ষী (৩২) চেন্নাই। তার স্বামী তাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। জীবিকার জন্য সে ফুল বিক্রি করত। তার স্বামী ছিল মদ্যপ। সে মদ খেয়ে স্ত্রীকে মারধোর করত। একদিন ঝগড়া করতে করতে তার স্বামী তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ভাগ্যবশত সে মরেনি। বর্তমানে সে তার সন্তানদের নিয়ে থাকে। সমস্ত শরীরে ক্ষতচিহ্ন নিয়েও সে বিবাহিত জীবনের সমর্থনেই কথা বলে। এখন ও সে তার স্বামীর সঙ্গেই থাকতে চায় ।তাকে যখন জিজ্ঞোসা করা হল কেন তার স্বামীর সঙ্গে বাস করে তখন সে কি উত্তর দিয়েছিল জানেন ? "কে আমার চারটি সন্তানকে দেখভাল করবে? সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি মামলা তুলে নিয়েছি এবং স্বামীর সঙ্গে আপোষ করেছি "।

ইন্ডয়া টুডে , জুলাই ৫ , ২০০১

রাধা ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) - রাধার বাবা টাকার জন্য একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। স্বামীর সঙ্গে থাকতে পছন্দ ছিল না ।সে বাড়ীতে চলে আসে তার বাবাও বৃদ্ধা স্ত্রীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল . তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন হঠাৎই। এইসব ঘটনা পরম্পরায় রাধা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে গন্তব্য কিছু ছিল না - সে ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে নেমে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মানসিক হাসপাতালেভর্তি হয়।

এখন ও সে ওখানেই আছে। তার মানসিক অসুখ সেরে গেছে এখন। কিন্তু তার বাড়ীর লোকজন তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত নয়। "আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বাড়ীর লোকেরা বিশেষ কোন উৎসব যেমনদীপাবলী ইত্যাদিতে বাড়ীতে ডাকে কিন্তু কেউ আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত নয়। আমার ভাইয়েরা যদি আমার সুস্থ ওঠার খবর পায় আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে। অনেকদিন ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। দয়া করে আপনারা কি রকম ব্যবস্থা করতে পারেন ?"

৫ . ৫ . ২০০২ দিনাকরণ - ফ্রি সাপলিমেন্ট

দলের আদান প্রদান তোমার গল্পটি দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে আলোচনা কর এবং ব্যবস্থা করে বল তোমার অনুভূতিগুলি এবং কেনই বা সেভাবে অনুভব করেছ বল ।অভিনয় উপস্থাপনা। প্রতি অভনয়ের শেষে তোমার শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন এবং তোমার উত্তর ব্ল্যাকবোর্ডে লেখো।

পূর্ণমূল্যায়ণ ক) মানুষ মানুষের প্রতি কিরকম ব্যবহার করে ?

খ) ভুক্তভোগী কে ? এবং সে কেন ভুক্তভোগী হল ?

ব্যাখ্যা

ব্ল্যাকবোর্ডে লেখাগুলি ধরে তোমার শিক্ষক এবার আলোচনা করবেন। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতে পারে যেমন -

ক) প্রতিটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা যেমন মানুষেরা এ ধরনের আচরণ কেন করে ?

খ) বোর্ডে লেখা তালিকা দেখ কেন মানুষ এগুলি ভোগ করে। মানুষের বিশেষ কোন বলবতী ইচ্ছা প্রতিটি ক্ষেত্রে তুমি কি তার মূল কোথায় বুঝতে পারছ ? এই ইচ্ছাগুলি পরিপূর্ণতা পায় নি তাই মানুষের তার ফলভোগ করতে হচ্ছে ?

গ) মানুষের বলবতী ইচ্ছা বা আকাঙ্খাই এর কারণ ? এগুলি কি তুমি ভাল ইচ্ছা বলবে ?

ঘ) ওখানে কি অন্যান্য আকাঙ্খা তা বলবতী ইচ্ছাকে উল্লেখ করা হয়নি ?

ঙ) নিচে আরও কতকগুলি উদাহরণ হল যেগুলো নিয়ে তোমার শিক্ষকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে পার।

১) শারীরিক ইচ্ছা । আকাঙ্খা ঃ
তোমার কি জ্বর, মাথাব্যথা অথবা ঠান্ডালাগা ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাও ?

৩) সম্পর্কের চাহিদা ঃ
আমার বাবা এবং মা আমাকে অবশ্যই ভালবাসবে । আমার শিক্ষক আমার সঙ্গে ভালবাসা দিয়ে কথা বলবে । সহপাঠীরা আমার সঙ্গে ভালভাবে ব্যবহার করবে ।

২) জাগতিক চাহিদা / আকাঙ্খা
বন্ধুর মত আমারও একটা জামা চাই । বিদ্যালয় খোলা মাত্রই আমার বাবা
মার আমার সব বইগুলো কিনে দেওয়া উচিত ।
প্রতিদিনের হাতখরচ মা - বাবাকে দিতেই হবে ।

৪) জ্ঞানলাভের চাহিদা ঃ
আমার জ্ঞান আর ও বাড়বে , আমার ভাল শিক্ষক চাই । সব ধরনের বই আমার দরকার। আমার খেলার জন্য বিদ্যালয়ের প্রচুর সুবিধা থাকতে হবে ।

৫) সৃজনশীল কাজের চাহিদা ঃ

আমার আঁকার প্রচুর ইচ্ছা । যে দৃশ্যটি দেখি আমার আঁকার ইচ্ছা করে।বাড়ীতে যে কেউ আমাকে আঁকতে দেখলে বকুনি দেন এবং বলেন পড়া করতে । আমার আঁকার প্রবল আকাঙ্খা ।

শান্তিতে বসবাস করার জন্য দরকার রাজনৈতিক, আর্থিক অথবা সামাজিক কার্যাবলী য া রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলে গণিত । আইন দ্বারা গঠিত সমিতি এবং পুর সমাজকে সবলোকের সুরক্ষাকে সম্মান করা উচিত । বিশেষ করে অত্যাচারিত সমাজকে । যে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বাস করে সেখানে তাদের সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হবে । রাজনৈতিক, আর্থিক
এবং সামাজিক অবস্থা তাদের প্রয়োজন, ও চাহিদাকে পূর্ণ করবে - তারা যেন কোন চাপ, প্রতারণা, হিংসার শিকার না হয়, এটাই সমাজের মূল্যবোধ হওয়া উচিত।

(আর্টিকেল ৩ - ৪, এশিয়ান হিইম্যান রাইটস্ ক্যারেকটার ঃ এ পিউপিলস্ চার্টার , ১৯৯৮)

শিশুর সার্বিক বিকাশ তখন সম্ভব যখন পরিবেশ থাকে হাসিখুশী, আনন্দিত এবং স্নেহমিশ্রিত ।

প্রিফেস টু দি অন দ্যা রাইটস্ অব চিলড্রেন বাই ইউ।এন - ১৯৮৯

৬) সৎ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা ঃ

আমার সহপাঠীদের অনেক নগদ টাকা আছে । তারা বাবা মাকে প্রতারণা করে বলে তাদের বই বা খাতা কিনতে টাকার দরকার । আমার এসব ভাল লাগে না । আমি সব সময়ে সত্যকথা বলতে চাই । আবার অন্যদিকে আমার কয়েকজন বন্ধু দুপুরের খাবার নিয়ে আসে না বকানদিন - তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে ওদের খাবার কেনার পয়সা নেই । যখন এধরনের জিনিস দেখি এবং শুনি তখন আমার ভাললাগে না । কেন কিছু লোক দরিদ্রই থাকবে আবার কিছু লোক ধনী থাকবে ? আমার ইচ্ছা হয় সকলেই যেন তার চাহিদা পূরণ করতে পারে ।

৩) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকার আকাঙ্খা :

আমি প্রবলভাবে ঈশ্বরের বিশ্বাসী। আমি বুঝতে পারি কেন ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে মানুষ হিংসার আশ্রয় নেয়। আমি ধর্মীয় মিলনের জন্য আকাঙ্খিত

৮) সামাজিক পদমর্যাদার আকাঙ্খা :

আমার বাবা পেশায় মেথর। আমি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। দারিদ্রের জন্য পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। আমার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বরাবরই রয়েছে - শুধু তাই নয় আমার ডাক্তার হবার ইচ্ছা - কিন্তু হল না। আগামী জন্মে যেন আমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। এই তীব্র আকাঙ্খা ১৪ বছর বয়সী বরখার।

৯) স্বাধীনতার আকাঙ্খা :

আমার নাম মীরা। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমার ভাই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতি সন্ধ্যায় আমার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায়। কিন্তু আমার খেলার সুযোগ নেই কারণ আমার মা বলেন আমি মেয়ে তাই বাড়ীতেই আমাকে থাকতে হবে। তাই আমি বাড়ীতেই বন্দী। আমি আন্তরিক ভাবে চাই আমার ভাইয়ের মতো যাতে আমি আমার বন্ধদের সঙ্গে খেলতে পারি।

১) উদাহরণ স্বরূপ যে ঘটনাগুলো দেওয়া হয়েছে তুমিও কি এরকম কোন ঘটনার শিকার বা অন্য কাউকে এভাবে দেখেছ ? যদি দেখ তবে তুমি কি করতে পার ? তোমার পারিপার্শ্বে যারা থাকে তারা কি করে ? কি করা উচিত ? এইরকম বিচার দেখলে আমরা কেন কিছু করতে পারিনা-আমাদর এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কি ?

প্রত্যেকেরই কোন হিংসার আশ্রয় না নিয়ে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার আছে।
এশিয়ান পিউপল হিউম্যান রাইটস্ ডকুমেন্ট , ১৯৯৮

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (ক)

তোমার আকাঙ্খাগুলি ফিরে এবং ভাব সেগুলি অস্বীকার করা হলে তোমারও কেমন লাগে। বাধাগুলি চিহ্নিত কর যেগুলি তোমাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত করে যখন অপরের প্রতি অবিচার দেখ বা তাদের অধিকারগুলি অস্বীকার করা দেখ।

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (খ)

এই পাঠের মধ্যে তুমি যে আকাঙ্খাগুলি সম্বন্ধে জানলে সে সম্বন্ধে জানলে সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথাবল এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাও কিভাবে তুমি অপরের প্রতি করা অবিচারগুলি, তাদের খর্ব করা অধিকারগুলির প্রতিকারে সাহায্য করতে পার - কিভাবে বিশেষ করে শিশুদের প্রতি করা অধিকারগুলির কথা ভাববে।

বাড়ীর কাজ স্পন্দনশীল জীবন শীর্ষক অনুচ্ছেদটি পড় এবং একটি প্রাচীর পত্র তৈরী কর যেখানে সব আকাঙ্খাগুলি সম্বন্ধে তুমি কি ভেবেছ লেখ।

স্পন্দনশীল জীবন

যেদিকেই তাকাই আমরা স্পন্দনশীল জীবন দেখতে পাই। একটা গাছ কেটে ফেল দেখবে নতুন পাতা আবার গজাল। গোলাপগাছ ছাঁটলে নতুন কচি পাতা আবার দেখা যায়। প্রজাপতি ধর : সে পাখা ঝাপটাবে, ছেড়ে দাও সে আনন্দে উড়ে যাবে। একটা শুঁয়োপোকাকে খোঁচাও : সে সঙ্গে সঙ্গে গোল হয়ে গুটিয়ে যাবে , আবার ছেড়ে দিলেই খুলে যাবে। আবার চলতে আরম্ভ করবে। একটা শামুককে ছোঁও : সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা তার খোলার লুকিয়ে ফেলবে। একটু পরেই মাথা বার করে শান্তিতে চলতে থাকবে। কুকুরকে পাথর ছুঁড়লে সে ঘেউ ঘেউ করবে। এগুলি থেকে বোঝা যায় তাদের জীবনপথ প্রভাবিত হয়েছে। শিশু কাঁদে, তার খিদে পেয়েছে - দুধ খাবে। দুধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষকের হাতে বেত দেখলে ছাত্ররা শিউরে ওঠে। যদি বেত দিয়ে মারা হয় জীবনের অনুভূতি প্রভাবিত হবে।

মুমূর্ষু মানুষের জীবনের স্পন্দন ডাক্তার নাড়ী দেখে মাপেন। যেদিকেই তাকাও, জীবনের স্পন্দন দেখতে পাবে। এটাই স্পন্দনশীল জীবন , জীবনের জন্য আকাঙ্খা। সুতরাং আমার প্রিয় শিশুরা , আমরা জীবন্তকে বাঁচিয়ে রাখব। আমরা বাঁচার আকাঙ্খাগুলিকে পূর্ণতা দেব। সহস্র ফুলকে প্রস্ফুটিত হতে দেব।সহস্র সহস্র প্রাণ তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাব!

হিংসাত্মক আক্রমন থেকে রক্ষার অধিকারের আইন সুরক্ষিত রাখার অধিকার সকলের আছে। মানুষের সম্মান ।তার সুনাম ।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন আইনত ভাবে মানুষ রক্ষা করবে - এটি অধিকারের মধ্যে পড়ে ।

(আর্টিকেল ভ, আমেরিকান ডিক্লারেশন অব রাইটস এ্যান্ড ডিইটিস অব ম্যান, ১৯৪৮)

তুমি একজন বন্ধু/মেয়ে/ছেলে এবং বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বল এবং তাদের আকাঙ্খাগুলি খুঁজে বার কর ।

আকাঙ্খাগুলি	বন্ধু/মেয়ে	বন্ধু/ছেলে	বয়স্ক লোক
আকাঙ্খা - ১			
আকাঙ্খা - ২			
আকাঙ্খা - ৩			

নিজেকে প্রশ্ন কর অনন্ত : একজনের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করতে কি করতে পার। ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাও ।

মানুষেরা আমাদের শরীরের এক একটি অঙ্গের মত। যদি শরীরের একটি আক্রান্ত হয় তবে অন্য অঙ্গগুলিও চুপ করে থাকতে পারে না । তারাও আক্রান্ত হবে একইভাবে। সেইরকমই যদি সমাজের একজন ব্যক্তি হয় তবে সমাজের অন্য ব্যক্তিরও অলস হয়ে থাকা উচিত নয়।

২. সমাজবদ্ধ জীবন

একক কাজ :

শিক্ষক তোমাকে তোমার পরিবারের এবং তোমার সম্প্রদায়ের নাম লেখা তাস দেবেন। তোমার পরিবারকে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে আর পরিবারের সব সদস্যকে যখন খুঁজে পেয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একটি দল গঠন করে বোস।

দলীয় কাজ :

পরিবারের সব সদস্যদের সম্বন্ধে জান এবং স্থির কর :

ক) তোমার পরিবারের সম্বন্ধে অন্যেরা জানুক এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য বার কর।

খ) তোমার পরিবার কোন গোষ্ঠীভুক্ত হলে তোমার ভাল লাগত ? সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত কর।

গ) সকলে মিলে নিচের গল্পটি পড় এবং উত্তর দাও :

সুন্দরবন নামে জায়গার একটি গ্রাম , যেটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, গঙ্গা, হুগলী নদীর মোহনায় অবস্থিত - নদী এখানে সাগরে মিশেছে, সেখানে একটি ছোট ছেলেনাম মন্টু সে গরু চরায় আর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। গরুগুলি চরানোর সময় খেয়াল রাখে যাতে তাদের কোন ক্ষতি না হয়। সব রাখালরা একসঙ্গে পালা করে গরুদের দেখাশোনা করে।

একদিন যখন তারা গরুগুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে বাড়ীতে, মন্টু ঝোপের ভেতর থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ ভাল করে দেখার পর একটা বাঘকে ক্ষুধার্তভাবে গরু ছাগলগুলোর দিকে নজর করতে দেখল। ও ভয়ে একেবারে জমে গেল - ও এখন কি করবে ? সব রাখালবালকেরই তো ছাগল গরুর নিরাপত্তা দেখতে হবে। ও তাড়াতাড়ি একটা পাথর তুলে বন্ধু অশোকের দিকে ছুঁড়ল।

অশোক ঘুরে দেখতেই মন্টু আস্তে করে তাকে বলল - "আমি এখানে থাকছি, তুই দৌড়ে গিয়ে গ্রামের লোকেদের থেকে আন "। গ্রামবাসীরা এল আর বাঘকে তাড়া করে সরিয়ে দিল আর মন্টুকে তার সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করল।

i) মন্টু কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? কি করে বুঝলে ?

ii) যখন তুমি অন্যের সঙ্গে বাস করছ তখন তোমার আচরণ কিরকম হওয়া উচিত?

পুণর্মূল্যায়ণ

১) দলভুক্ত ভাবে তোমার উত্তর শ্রেণীর সকলকে বল এবং অন্যদের দেওয়া উত্তর ও শুনবে।

২) দলগুলির মধ্যে একই ধরনের চরিত্র কোনগুলি ?

৩) শিক্ষক এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা কর কিভাবে পরিবার, গোষ্ঠী এবং সমাজ গঠিত হয় ?

৪) মন্টুর কথা ভাব। সে কিভাবে তার গোষ্ঠীর প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছে ?

৫) তুমি কি কখন ও ভেবে দেখেছ পরিবার এবং গোষ্ঠীর তোমার জীবনে কি ভূমিকা আছে ?

যেমন ঃ ক) সাধারণত আমরা যাদের সঙ্গে বাস করি তাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করি ?

আমরা কি - তাদের আমাদের পাওনা বলে ধরে নিই ?

- তাদের অবজ্ঞা করি বা অবহেলা করি ?
- তাদের ভালবাসি এবং প্রশংসা করি ?
- তাদের সাহায্য করি, মমতা দেখাই, সম্মান করি?

খ) আমাদের কি মানুষজনের প্রয়োজন আছে ?

- কেন? / কেন নয়?
- আমাদের জীবনে তারা বাড়তি কি দেয়?

গ) আমরা সার্থক গোষ্ঠী জীবন গড়ে তুলতে এবং তাকে উন্নত করতে আমাদের কি কি গুণ থাকা উচিত বা প্রয়োজন ?

ঘ) জাতীয় / আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বলতে তুমি কি বোঝ ?

ঙ) মানবসমাজ এক বৃহৎ পরিবার। তুমি কি এতে একমত ?

ক এর পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত

পাঠটির প্রতি আলোকপাত কর। তোমার সবচেয়ে কোনটি বেশী করে মনে আছে ? এই পাঠটির ফলস্বরূপ তুমি কি করবে - তোমার পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু কি করতে পারবে ? তোমার গোষ্ঠীর জন্য কি করতে পারবে মনে কর - হয়তো মন্টুর মত অত সাহসী কোন কাজ নাও করতে পার কিন্তু নিশ্চয়ই এমন কিছু করতে পার যা করতে তোমার বেশী কিছু লাগবে না।

খ এর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

ঈশ্বরকে স্মরণ কর ও তাঁর সঙ্গে কথা বল। তাঁর কাছে সাহায্য চাও তিনি যেন তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে শক্তি দেন।

বাড়ীর কাজ

পরিবার / গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করতে যে কোন একটা কাজ বেছে নাও।

নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি পড় এবং উদ্ধৃতি অনুসারে ছবি সংগ্রহ কর।

"দেশীয় এবং উপজাতীয় সকলের মানবাধিকার ভোগ করবে এবং মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করবে সেখানে কোন বাধা বা ভেদাভেদ থাকবে না .....কোন ভাবেই এমন জোর জবরদস্তি চলবে না যাতে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় . . . "

(আর্টিকেল ৩, ইন্টারন্যাশানাল লেবার অরগানাইজেসন ঃ কনভেনসন কনসার্ণিং ইন্ডেজেনিয়াস এ্যান্ড ট্রাইবাল পিউপল ইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কানট্রিস, ১৯৮৯)

মানবসমাজ অচ্ছেদ্য অভিন্ন পরিবার। পরিবারের সকল সদস্যের দায়িত্ব রয়েছে যে কোন ভুল কাজের জন্য অথবা একজন সদস্য ও পরিবারে ভুল কাজ না করে তা জন্য পরিবারের সকল সদস্যের দায়িত্ব আছে।

মহাত্মা গান্ধী।

"ভারতে বসবাসকারী সকল নাগরিকই তার নিজস্ব ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি রক্ষা করার অধিকারী।

আর্টিকেল ২৯ . ১ . কনস্টিটিশন অব ইন্ডিয়া ?

"প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরই কর্তব্য ভারতের উন্নত সংস্কৃতিকে এবং তার পরিপূরক সংস্কৃতিকে ও মূল্য দেওয়া ও তার সংরক্ষণ করা "।

(আর্টিকেল ৫১ এ, কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া)

"একজন মানুষের অপরকে ভেদাভেদ না করে সম্মান করা উচিত "।

(আর্টিকেল ২৮, আফ্রিকান ডকুমেন্ট ১৯৮১ অব হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড পিউপলস রাইটস)

৩. বহুসম্প্রদায়/গোষ্ঠী

একক কাজ ঃ জাতীয় সঙ্গীতটি নরমভাবে আস্তে আস্তে গাও - গানের শব্দগুলি মনে মনে অনুসরণ কর এবং ভাব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি কি বলা হচ্ছে। সব রাজ্যগুলির নাম আছে জাতীয় সংগীতে - কিন্তু সকল রাজ্যের সকলেই কি এক ভাষায় কথা বলে ? তাদের সকলের পোষাক, খাদ্য, নাচ, গানবাজনা সবই কি একরকম ? বিভিন্নতাগুলি সম্বন্ধে ভাব -আমরা কিন্তু সকলেই একজাতির অর্ন্তভুক্ত। আমাদের কিভাবে একতাবদ্ধ করে ? কি কি জিনিস আমাদের আলাদা করতে পারে ? তোমার উত্তরগুলি লেখ।

দলের কাজ ঃ তোমাদের উত্তরগুলি দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দুটি তালিকা প্রস্তুত কর - একই তালিকায় লেখ আমাদের কোন কোন জিনিস একতাবদ্ধ করে অন্যটিতে লেখ কোন কোন জিনিস আমাদের ভিন্ন করে। পুরানো পুস্তিকা থেকে ছবি সংগ্রহ করে পুরানো পত্রিকা থেকেও সংগ্রহ করতে পার। কোলাজ তৈরী কর - দেখাও একতার দিক এবং ভিন্নতার দিকগুলি।

পূর্ণমূল্যায়ণ ঃ তোমার কোলাজ শ্রেণীতে সকলকে দেখাও এবং টাঙিয়ে রাখ। প্রত্যেক দলই এভাবে তাদের তালিকা দেখাবে ও ব্যাখ্যা করে বলবে। শিক্ষক দুটি তালিকা তৈরী করবেন যেখানেবিভিন্নদলের মতামতগুলি চিহ্নিত করবেন বোর্ডে।

ব্যাখ্যা ঃ এখন তোমরা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা কর

ক) যেগুলো তুমি একতাবদ্ধ হবার কথা চিহ্নিত করেছ সেগুলি সত্য কিনা। তুমি কি কোন অংক মুছে দিতে চাও বা কোন নতুন অংক সংযোজন করতে চাও ?

খ) তোমার প্রথম পাঠটি মনে করে দেখ যেগুলি তুমি লিখেছিলে সেগুলি ভারতবর্ষে আজকে সত্যরূপে দেখা যায় কি ?

গ) বোর্ডে বিভিন্নতার দিকগুলি যা লেখা হয়েছে তুমি সেগুলি মান কি না। তুমি কি সেখানে কিছু বর্জন বা সংযোজন করতে চাও ?

ঘ) সত্যিই কি এভাবে ভেদ সৃষ্টি হয় না কি তোমরা বেছেছ বলেই সম্ভব মনে হয় ?

ঙ) এই সব জিনিস কি আমাদের জীবন উন্নত করতে পারে ? কিভাবে ?

চ) বাক্যটি সম্পূর্ণ কর "আমার কাছে বিবিধের মধ্যে মিলন মানে . . . . .

চূড়ান্ত বাক্যটি লিখতে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (ক) বাক্যটি নকল করে লেখ , একটু ভাবতে সময় নাও , বিবিধ জিনিস যা ভারতবর্ষে রয়েছে বা তোমাকে বহে সাম্প্রদায়িক/গোষ্ঠীযুক্ত সমাজের ক্ষেত্রে একজন ভারতবাসী বলে গর্বিত করে।

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (খ) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সাহায্য চাও যাতে তুমি ভারতের বিভিন্নতার রূপটি প্রশংসার চোখে দেখতে পার এবং একই সঙ্গে ভারতের সকলের ঐক্যের জন্য কাজ করতে পার।

বাড়ীর কাজ ঃ তোমার প্রতিবেশে ভাল করে তাকাও এবং তোমার থেকে আলাদা শিশুদের খুঁজে বার কর ভিন্ন ধর্মমতের,আর্থিক অবস্থায় আলাদা, অন্য জাত অথবা অন্য কোন দিক দিয়ে আলাদা এমন শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কর।

৪. মানুষের মর্যাদা

একক কাজ ঃ বিভিন্ন সুসংবাদ পত্রিকা থেকে উৎকলিত অংশগুলি পড় ও নিম্নের তালিকাটি পূরণ কর।

সত্যঘটনা ১ - মানসিক রোগীর আগুনে পুড়ে মৃত্যু

এরাওয়াদিতে ১৬টি মানসিক হাসপাতাল আছে।
৬৫০ মতন মানসিক রোগী সেখানে থাকে।
হাসপাতালের রক্ষকটি প্রতিটি রোগী থেকে ৫০০ টাকা ১৫৫০ টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করে। কিন্তু সেখানে স্নানঘর, মলমূত্র ত্যাগের সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থা নেই।
রোগীদের দিনে একবার খেতে দেওয়া হয়।
কোন কোন দিন খাবার দেওয়া হয় না। কখনও কখনও বাসী , পোকা পড়া খাবারও দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ১১ জন রোগী ঐরকম খেয়ে মারা গেছে। দুঃখের বিষম মাত্র দুটি পরিবারের লোক এরাওয়াদিতে এসেছে যখন আগুন লেগেছিল এবং ২৮ জন লোক মারা গেছিল সেই সময়ে। যখন সরকার ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল তখন ১৫ জনের দেখা পাওয়া গেল। একের বেশী লোক সে সময়ে একজন মৃতের আত্মীয় বলে দাবী করে।
ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও ১০০ জন রোগীকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল - তাদের আত্মীয়েরা নিয়ে গিয়েছিল। ৪০০ জন রোগীকে কেউ বাড়ী নিয়ে যেতে আসেনি। যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে পুলিশ জোর করেছিল বলেই তারা নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ এরকমই খবর দিয়েছিল।

ইন্ডিয়া টুডে, আগষ্ট, ২২ - ২০০১ সাল।

ঘটনা - ২ - একজন সাক্ষীগোপাল পঞ্চায়েত প্রধান

আমাদের গ্রামে তিনটি চায়ের দোকান আছে।
আমার গ্রাসটি আলাদা, সেটা অবশ্যই কলাই করা।
সেটা আলাদাই থাকে, ওরা তাতে চা ঢেলে দেয়।
আমাকে চা পান করে সেটিকে ধুয়ে জায়গামত রেখে আসতে হয়। ভোটের দিন আমাকে নিগৃহীত করা হয় - কোনরকমে আমি পালিয়ে আসি।
আমার গণনায় জয়লাভ হয়, কিন্তু হবে, পাচঁ বছর আমি পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে রয়েছি। ওরা আমাকে পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করতে দেয় না।

পঞ্চায়েত বোর্ড মিটিং এ আমি চুপ করেই থাকি। অন্যরা সিদ্ধান্ত নেয় কেবল সই করে দিই। পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানাবার দিন ধার্য হল। কালেকটার এলেন। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে অন্যজনের লোক দিয়ে খাবার প্রস্তুত করালাম কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবার অধিকারও পেলাম না। গ্রামের লোকেরা আমার নামের পরে শ্লেষভরে দাদা জুড়ে কথা বলে, আমার সন্তানরাও ঐরকম অশ্রদ্ধা পায় - আমরা অপমানিত এই - আমার বাচ্চাদের ওরা নাম ধরে পর্যন্ত ডাকে না। উচুঁজাতের ছেলেরা আমাদের মা নীচুজাতের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে না। আমার ছেলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আমাকে না বলেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল - কারণ আমাদের জন্য রাখা আলাদা গ্লাসে চা খাবার অপমান ও মেনে নিতে পারে নি বা খালি পায়ে চলা অর্থাৎ জুতো না পরার অধিকার না পাওয়া ওর পক্ষে মেনে ~~নেওয়া হয়নি~~।

এখনও ছেলের সন্ধান করে চলেছি। গত ৪৩ বছর ধরে এ ধরণের অপমান সহ্য করে আসছি। কোন পরিবর্তন নেই - আর পরিস্থিতি বদলাতে বলে ও মনে হয় না। ছেলেদের খালি পায়ে চলতে শিখিয়েছি আর যা তারা বর্জন করেছে আমার শিক্ষায়। আমার বাবা কখনও চায়ের দোকানে চা খেতে যান নি কারণ অপমানিত হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি মৃত্যুর আগেও পরেও সম্মানজনক জীবন যাপন করেছেন। তোমরা জানতে চাও এটি কার বক্তব্য ? তিনি পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান।

কুকুধাম রিপোর্টার, ১৪.২.২০০১

ঘটনা ৩ - মানুষ বিক্রি

- গত দশ বছর ধরে এই অর্ধতলের মানুষেরা কিডনি বিক্রি করছে। এর ফলে অনেকের ভোগান্তির শেষ নেই। বেশীর ভাগ কিডনি দাতাই কুষ্ঠরোগী।
- পরিষ্কার প্রতিপালন করার জন্য অরুণ কিডনি বিক্রি করল তারপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য নিজের কিডনি বিক্রি করল। অরুণ অপরের জীবন বাঁচাতে কিডনি বিক্রি করেছিল এখন নিজে বাঁচতে তারই কিডনির দরকার পড়ল। এরজন্য ২৮,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা চাই। পার্বতীর কান্না "এবার আমি কোথায় যাই "?
- রেখা একমাস আগে পরিবারে খরচ চালাবার জন্য তার একটা কিডনি বিক্রি করেছে। এখন সেই অসুস্থ , এর ওপর সে সন্তানসম্ভবা।

ঘটনা ৪ - অস্পৃশ্যতা

ইরোড জেলার একটি গ্রাম। শূদ্রকজাতীয়া এক স্ত্রীলোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন যোজনায় রান্নার কাজে নিযুক্ত হল। উঁচুজাতের লোকেদের এই ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। ওরা এই নিযুক্তির বিরোধিতা করে প্রধান শিক্ষককে আবেদন করে চিঠি লিখল যে ঐ স্ত্রীলোককে যেন বদলি করা হয়। প্রধান শিক্ষক এদের খুশী করনে নি। এরপর তারা ওদের সন্তানদের খাবার সঙ্গেঁ দিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাতে লাগল। কোন অভিভাবক আবার তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয় ছাড়িয়ে দেবার জন্য আবেদন করে সমস্যা তৈরী করল।

তোমরা কি জান তরুণেরা কি বলেছিল ? তারা জাতের লড়াই চালিয়ে যাবে। নিম্নজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক যদি দুপুরের খাবার রান্না করে তবে কি করে উঁচুজাতের ছেলেরা সেটি খাবে কারণ ঐ গ্রামে উঁচুজাতের খবরদারি বেশ বেশী। গ্রামের স্ত্রীলোকদের উক্তি " আমরাও এটি পছন্দ করছি না "। সরকার আদেশ দিতে পারেন - আমরা আমাদের জাত সরকারকে মারতে দেব না। আমরা আমাদের বাচ্চাদের খাবার সঙ্গেঁই দিয়ে দেব - এটা ভুল কোথায় ?

কুমুধাম রিপোর্টার, ১৩ . ১ . ২০০২

নিম্নলিখিত মানুষদের হারানো অধিকারের তালিকা প্রস্তুত কর

	ভুক্তভোগী মানুষেরা	অধিকার হারিয়েছে
১.	মানসিক রোগীরা	
২.	পঞ্চায়েত প্রধান	
৩.	যারা কিডনি/যকৃত হারিয়েছে	
৪.	আটক শ্রমিকেরা	
৫.	পুষ্টিকর খাবার রান্না করার মহিলা	

পূর্ণমূল্যায়ন : দলে বিভক্ত হয়ে তোমার তালিকা বিনিময় কর। একটি সাধারণ গড় তালিকা প্রস্তুত কর যেখানে দেখাও কিভাবে গোষ্ঠীর দ্বারা তাদের নীচু চোখে দেখা হয়। মানুষের মর্যাদা হানিকর একটি এলাকা বেছে নাও যেখানে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং শ্রেণীতে নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে তা দেখাও।

ব্যাখ্যা : প্রতিটি অভিনয়ের শেষে তোমার শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন -

১। নাটকটি কি বার্তা বহন করছে ?

২। এরকম কি সত্যিই হয় ?

৩। ভেদাভেদ দূর করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ?

৪। ছাত্র হিসাবে আমরাই বা কি করতে পারি ?

৫. আমাদের প্রায়শই দেখা হয় এমন লোকেদের তালিকা। প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার অভিজ্ঞতা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা কর।

	এদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে	আমার মতে	এঁরা কি রকম	সম্মানলাভ করেছেন	
		অনেক বেশি	বেশি	কম	অনেক কম
১.	ঝাড়ুদার				
২.	পরিচায়ক পরিচায়িকা				
৩.	ভিক্ষুক				
৪.	রিক্সাওয়ালা				
৫.	একজন গরিব নিরক্ষর				
৬.	উপোসী শিশু				
৭.	চাষী				
৮.	রাঁধুনি				
৯.	বৃদ্ধ বৃদ্ধা				
১০.	প্রতিবন্ধী				
১১.	শিশু শ্রমিক				
১২.	বিধবা				
১৩.	শারীরিক ভাবে অপটু				

৬.নিম্নে আরেকটি তালিকা দেওয়া হল পূরণ করার জন্য - তোমার মতামত হ্যাঁ বা না জানাও।

প্রতিটি উদাহরণ নিয়ে শ্রেণীর আলোচনা কর এবং শিক্ষকের সঙ্গে ও আলোচনা কর।

	কার্ড সমূহ	ঠিক	ভুল	কারণ
১.	অপরকে অশ্রদ্ধা দেখানো ও কটূক্তি করা			
২.	প্রত্যেকের সঙ্গে সমভাবে আচরণ করা			
৩.	পুত্রবধূর প্রতি শ্বাশুড়ীর অসৎ ব্যবহার			
৪.	স্নেহপ্রবণ স্বরে কথা বলা			
৫.	কম বেতন দেওয়া			
৬.	মেয়েদের সম অধিকার দান			
৭.	ভয়ের দ্বারা চালিত হওয়া			
৮.	পক্ষপাতিত্ব নেওয়া			
৯.	ঘুষ নেওয়া			
১০.	প্রাণীদের জীবন রক্ষা করা			
১১.	কুরুচিপূর্ণ দেওয়াল পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো			
১২.	কন্যাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া			

১৩.	আসামীদের প্রতি অত্যাচার			
১৪.	শিশু শ্রমিক প্রথা রদ করা			
১৫.	গরীবদের জন্য চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া			

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (ক) ঃ তোমার তালিকার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং ল ক্ষ া কর যে কোন কোন জায়গায় তোমার কোন মানুষের প্রতি আচরণের পরিবর্তনের দরকার আছে,কি না।

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (খ) ঃ তোমার সিদ্ধান্তকে ফলপ্রসূ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাও।

বাড়ীর কাজ ঃ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি পড় এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এগুলির দেওয়া বার্তা নিয়ে আলোচনা কর।

মানুষের মর্যাদা

প্রত্যেক মানুষের এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা স্বপ্ন থাকে, প্রত্যেক গোষ্ঠী অথবা সামাজিক দলগুলি স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রধান - নবীন সকলেই মানুষের মর্যাদা লাভ করতে চায়। দলিত ও অধিবাসীরাও আশঙ্কা করে ঃ মায়েরা ও বাবারাও চায়।

আমাদের প্রত্যেকের এই কামনা থাকে।

আমরা সকলেই এর প্রয়োজন অনুভব করি।

মানুষের মর্যাদা

মানুষের মর্যাদাকে উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি এবং অবিচ্ছেদ্য ও সম অধিকার মানব সমাজের ভিত্তি রচনা করে - স্বাধীনতা, সুবিচার এবং পৃথিবীর শান্তি এতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(প্রিত্রম্বেল , ইউনিভার্সাল ডিক্লেরেসন অব হিইম্যান রাইটস্ ১৯৪৮)

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মর্যাদার প্রতি আস্থাশীল। সুদূর ভবিষ্যতে ও উন্নতমানের জীবন যাপন করতে চায়।

(প্রিয়ম্বেল , ইউ এন কনভেনসন অফ দি রাইটস অব দি চাইল্ড ১৯৮৯)

পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাস করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তিম লক্ষ্য

আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুদন্ড রদ করা মানবিক মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় এবং মানবিক অধিকারের জন্য এটি একটি উন্নত-পদক্ষেপ।

(প্রিত্রম্বেল, সেকেন্ড অপসন্যাল প্রোটোকল টু দি ইন্টারন্যাশানাল কনভেনসন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস্ ১৯৮৯)

৫. কুসংস্কার

একক কাজ : দুজন ছাত্র কথোপকথনটি পাঠ করবে ছাত্ররা মন দিয়ে শুনবে এবং নিম্নে দেওয়া প্রশ্নগুলি উত্তর করবে :

দুবাই একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী। মাদুরাইতে সে নিজের একটি বাড়ী বানাতে চাইল এবং সেই অনুযায়ী জমি কিনল। বাড়ী তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে ফেলল। একদিন স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জমিটি দেখিয়ে আনল। স্ত্রীও জায়গা এবং বাড়ীর নক্সা দেখে বেশ খুশী হল। খুশী মনে দুজনে বাড়ী ফিরছে তখন তাদের এরকম কথোপকথন হয়েছিল।

স্ত্রী : আমাদের পাশে কারা বাড়ী তৈরী করবে ?

স্বামী : কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ ?

স্ত্রী : আমরা পাশাপাশি বাস করব তাই জানব না কারা আমার প্রতিবেশি হবে ?

স্বামী : ওরা আমাদের জেলার লোক নয়।

স্ত্রী : আমার স্বজাতির কি ?

স্বামী : না, অন্যজাতের লোক।

স্ত্রী : ধর্ম কি আমাদের সঙ্গে এক ?

স্বামী : না !

স্ত্রী : ওমা ! এ বাড়ী আমাদের দরকার নেই

স্বামী : (রোগতভাবে) তুমি কি মজা করছ ? আমরা ধার নিয়ে এই জমি কিনেছি। বাড়ী তৈরীর জন্য সুদে ধার চেয়েছি, শীঘ্রই পেয়েও যাবো। এখন তুমি বলছ - তুমি এ বাড়ী চাও না। একি ছেলে মানুষী করছ !

স্ত্রী : হ্যাঁ আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখলাম - আমার এই বাড়ী চাই না ....

স্বামী : আমাকে বল কেন চাওনা ?

স্ত্রী : দয়া করে শোন ! তুমি তো সকাল বেলা অফিসে বেড়িয়ে যাবে, ফিরবে সেই সন্ধ্যাবেলায়। আমি সারাদিন একা একা বাড়ীতে থাকব। তাই এ ব্যাপারে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবার তুমি বাড়ী আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও।

স্বামী : পরিবারের আনন্দ আমার কাছে অনেক বড়। এবার আমাকে বল কেন তুমি অপছন্দ করছ ?

স্ত্রী : সাধারণতঃ ঐ ধর্মের লোকেদের আমরা মেনে নিই না। সবাই বলে ওরা ভাল লোক হয় না।ওরা কর্কশ প্রকৃতির হয়। ওরা মিত্রভাবাপন্ন হয় না বা বন্ধুভাবে মেশে না। ওদের সঙ্গে আদান প্রদান হয় না বা ওরা ও তা চায় না। ওরা ঈর্ষাপরায়ণ আর বদরাগী হয়। তার ওপরে বলছ ওরা অন্যজাতির লোক। আমার নিজের ভয় আছে এব্যাপারে।

স্বামী : বাস্ বাস্ অনেক হয়েছে, থাম ! এগুলো কেবল কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি কি ওদের কখনও দেখেছ ? ওদের কখনও তোমার কতাবার্তা হয়েছে ? তুমি কি ওদের সঙ্গে চলাফেরা করেছ ? যদি আমরা ঠিক থাকি, তবে সকলেই ভাল হবে।

স্ত্রী : সত্যি কথা আমি ওদের দেখিনি বা কথাও বলিনি। কিন্তু সব লোকেরা তো এরকমই বলে। চলচ্চিত্র , টি. ভির ধারাবাহিকে, পত্র পত্রিকায় তো এরকমই বর্ণনা করা হয়। দয়া করে অনুরোধ করছি এখানে আমরা পাশাপাশি থাকতে চাই না -আমার ভয় করছে।

ক) গৃহবধূটির এরকম প্রতিক্রিয়া হল কেন ? সে ওখানে বাস করতে চাইল না কেন ?

খ) সে কি ঠিক করেছে না ভুল করেছে ? কেন সে ওরকম প্রতিক্রিয়া দেখাল ?

গ) তোমার প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে কিরকম হোত ?

ঘ) মানুষকি অনেক সময় আদর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কের ?

দলীয় কাজ : তোমাদের নিজ নিজ দলে তোমার উত্তরগুলি বিনিময় কর এবং পূর্বসংস্কারের ওপর একটি সংজ্ঞা লেখ যার আরম্ভ হবে না পূর্বসংস্কার হোল . . . . . .

পূর্ণমূল্যায়ণ : প্রত্যেক দলই তাদের এই কথোপকথনের উত্তরস্থাপিত করবে এবঁ কুসংস্কারের ওপর রচিত সংজ্ঞাটি শ্রেণীর সকলের সামনে বলবে।

ব্যাখ্যা : এই উপস্থাপনটি থেকে তুমি কি শিখলে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা কর। যেমন : কুসংস্কারগুলির কারণ কি ? কোথা থেকে এগুলো জন্মায় ? তুমি মেনে নাও এভাবে :

অজ্ঞতা - অন্যের দেওয়া তথ্যগুলি প্রশ্ন না করে মেনে নেওয়া

গুজব - গুজবের ওপর বিশ্বাস করা তাদের সত্যতা যাচাই না করা।

চিরাগত কথা , প্রবাদ প্রবচন , গল্প এবং ঘটনা , ধাঁধাঁ - এসব থেকে যে বার্তা আসবে সেগুলি মেনে নেওয়া। আর ওগুলির সাহায্যে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত ছকে ফেলা এবং সিদ্ধান্তে আসা " ওরা এরকমই সবসময় " ।

ঈর্ষা - মানুষের প্রতি ঈর্ষা থাকায় সব সময় একটা খারাপ ভাব তাদের প্রতি মনে জাগ্রত হয়।

সামাজিক মর্যাদা - সমাজের উচ্চশ্রেণীতে বসবাস করা মানুষেরা অপরকে নীচ শ্রেণী হিসাবে দেখে সেরকম ব্যবহার তাদের প্রতি করা। জাতিগত উচ্চ মর্যাদা , ধন, এবং শক্তি এরকম ব্যবহার করার কারণ। পূর্বসংস্কারের বলি হয়েছে এরকম কিছু লোকের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করে দেখি চল। কেন আমরা তাদের সম্বন্ধে এরকম বলি। তোমার শিক্ষক নিম্নের তালিকাটি তোমাদের উত্তরগুলি দিয়ে পূর্ণ করবেন।

	ব্যক্তিসকল	নির্ধারিত	কেন ?
১.	ভিক্ষুকরা		
২.	গরীব লোকেরা		
৩.	মেয়েরা/স্ত্রীলোকেরা		
৪.	শূদ্রজাতীয়গণ		
৫.	অন্যধর্মের মানুষজন		
৬.	অন্য জাতের মানুষেরা		
৭.	অন্য ভাষাভাষী মানুষজন		

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (ক) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা তালিকাটি ভাল করে দেখ এবং চিন্তা কর এই পূর্বনির্ধারিত কুসংস্কারগুলি বিশেষ লোকের ক্ষেত্রে কিভাবে আরোপিত ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত (খ) ঈশ্বরের কাছে নীরবে বসে প্রার্থণা কর যাতে তুমি সদয়/বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পার তাদের প্রতি যাদের তুমি পূর্বনির্ধারিত কুসংস্কারের বশে অন্যধারণা করেছিলে। ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থণা কর এগুলি দূর করবে।

বাড়ীর কাজ : প্রত্যেক শিশু লিখবে - সে কোন কুসংস্কারকের দূর করতে চায় সে সম্বন্ধে। লেখার টুকরোগুলো একটা বাটিতে একত্র কর ও জ্বালিয়ে দাও ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন হিসাবে।

আমাদের জ্ঞানই আমাদের মানুষের সামর্থগুলি সম্বন্ধে বিশ্বাসকে আমাদের দূর করে রাখে। আমরা অনেক চিন্তা করি। আমরা অনুভব করি না। আমাদের অনেক বেশি মানবিকতাবোধ সম্পন্ন হতে হবে - যান্ত্রিকতাকে দূরে রাখতে হবে।

- চার্লি চ্যাপলিন " দ্যা গ্রেট ডিক্টেটর " চলচ্চিত্র

৬. শব্দ যা আঘাত দেয়

ব্যক্তিগত কাজ : কোন ও একটি ঘটনার কথা আপনি চিন্তা করুন

ক) যাতে আপনি আঘাত পেয়েছেন এবং নীচের চার্টটি পূরণ করুন ।

স্থান	যে শব্দ/কথাটি আপনাকে আঘাত দিয়েছে	প্রভাব
পরিবারের মধ্যে		
শ্রেণিকক্ষে		
বন্ধুদের মধ্যে		
খেলার মাঠে		
রাস্তাঘাটে		
বাসে		
প্রার্থণাস্থলে		

খ) যে সমস্ত শব্দগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন যা আপনাকে আপনার জীবনে উৎসাহ দিয়েছে । তার প্রভাব সম্পর্কে লিখুন ।

যে/ যিনি উৎসাহ দিয়েছেন	উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দ	সুপ্রভাব
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

গ) সেই সমস্ত কথা / শব্দগুলি মনে করুন এবং লিখুন যা আপনি অন্যকে আঘাত করেছেন ।

আপনি কাকে আঘাত করেছেন	আঘাকারী কথা / শব্দ	কু প্রভাব
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

ঘ) আপনি কীভাবে অন্যদের উৎসাহিত করেন , কী কী শব্দ ব্যবহার করেন ?

আপনি উৎসাহিত দিয়েছেন	উৎসাহদানকারী কথা / শব্দ	সু প্রভাব
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

দলগত কাজ : আপনারা প্রত্যেকে অভিজ্ঞতা ছোটদলে আলোচনা করুন। কী কী কথা / শব্দ আপনাকে সর্বাধিক আহত করেছে ? সেইগুলি লিখুন এবং পরে তার প্রভাব কী হয়েছিল লিখুন ? এখন আঘাত প্রদানকারী এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দগুলির তালিকা তৈরি করুন।

প্রত্যুত্তর : শ্রেণিকক্ষে আপনার তালিকাটি পড়ুন। আপনার শিক্ষিকা/শিক্ষক শব্দগুলি কৃষ্ণফলকে লিখবেন।
বিশ্লেষণ : আপনি কী মনে করেন কিছু শব্দ প্রায়শয় ব্যবহৃত হয় ? আপনাকে এই শব্দ / কথাগুলি বললে আপনার কেমন লাগে ? আমরা অন্যদের আঘাত করার সময় তার পিছনে কী কারণ থাকে - রাগ / ঈর্ষা / অন্যান্য। এবার উৎসাহদানকারী শব্দগুলি দেখুন। আপনি দুই রকম শব্দগুলি দেখে কীরকম উপলব্ধি করছেন ? আপনার পক্ষে কোন তালিকাটি ভালো ? অতএব আপনি কোন্ তালিকাটি বেছে নেবেন ?

' ক ' কে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত : দিনের পাঠটি বিশ্লেষণ ও চিন্তন করুন। আপনি কী লিখলেন, কী রকম অনুভব করলেন প্রভৃতি।

' খ ' কে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত : একটি উপযুক্ত ভজন বা প্রার্থণা করুন ঈশ্বরের কাছে, যাতে তিনি সর্বদা আপনার সহায় হন।

বাড়ির কাজ : এমন একজন কাউকে বেছে নিন, যাকে আপনি আঘাত করেছেন ব আপনাকে আঘাত করেছে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান।

প্রত্যেক মানুষেরই তাঁর নিজের সুনাম এবং সম্মান রক্ষা (জীবিতকালে) অথবা মৃত্যুর পরে ও) করার অধিকার রয়েছে।

(ধারা ৪ . ইসলামে মানবতা . কায়রো ঘোষণা ১৯৯০)

তফসিলি জাতি , আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাইরে কোন ও মানুষ কোন ও তফসিলি জাতি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাইরে কোন ও মানুষ কোন ও তফসিলি জাতি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে ইচ্ছামত অপমান বা নীচু দেখানোর চেষ্টা করলে কমপক্ষে সর্বসমক্ষে ৬ মাস জেল বা পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা উভয়ই হতে পারে। ধারা, ও (একত্র) তফসিলি জাতি ও উপজাতি (সসম্মান , নীচু দেখানো) নিরোধক আইন ১৯৮৯

৭. ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী

একক কাজ

মনযোগ দিয়ে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি গবেষনাগুলি পড়ুন এবং তালিকাটি পূর্ণ করুন :

ঘটনার গবেষণা ১.

শেখ ফরিদের মাকে তাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। সে এখন " মুকুন্দ " তেলে ডাক্তার কাজ করে। বড় বড় ভারি ভারি বাসনগুলি তাকে তুলতে হয়। বাসন বইতে গিয়ে যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাকে মার খেতে হয়। এমনকি একবার তাকে গরম লোহার শেকের সেঁকাও দিয়েছিল। শেখ পড়াশুনা করতে চায়। তার ইচ্ছা ঠাকুরমায়ের কাছে চলে যেতে।

ঘটনার গবেষণা ২.

একদিন ক্লান্ত হয়ে আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। ওরা আমাকে পেটে গরম লোহার হাতার সেঁকা দিয়েছিল। বড় বড় ফোসকা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমাকে ওরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব যন্ত্রনা হচ্ছিল তাই কাঁদছিলাম। হঠাৎ মালিক আমাকে চিৎকার করে বলল " চুপ কর কুত্তা ! " এবং লঙ্কাবাটা ক্ষতের জায়গায় ডলে দিয়েছিল। ব্যথায় আমি মরে যাচ্ছিলাম। যখন সাদিক বাচ্চা এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল তখন ওর দৃষ্টিতে ও সেই ব্যথাই ফুটে উঠছিল।

ঘটনার বিবরণ ২.

বরখা, গনেশ, নিলম তিনজনই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু ওরা জাতে মুশাহার . এরা ইঁদুর খাদ্য হিসাবে খায় তাই শিশুরা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। ওরা একসঙ্গে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে বসতে পারে না উপরন্তু সবসময়ে তাদের নানা কটূক্তি করে . তারা কিন্তু মন দিয়ে পড়া করে আর লেখাপড়ায় ভাল ফলও করে . কিন্তু প্রায়শই তাদের নকল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

	ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী	কে করেছে	তোমার অনুভূতি
ঘটনার গবেষণা ১.			
ঘটনার গবেষণা ২.			
ঘটনার গবেষণা ৩.			

শ্রেণীকক্ষের পড়ুয়াদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে প্রতি দলকে একটি কাগজের টুকরো তুলতে বলা হবে এবং প্রতিটি কাগজে উপরোক্ত ঘটনাগুলি যে কোন একটা লেখা থাকবে।

ঘটনা ১

ছয় বছর বয়সী বালক বালান শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। দোকানে একটা প্লেট কিনতে যায়। দোকানি একটা টুকরো কাগজে কিছু লিখে দেয় ও তাকে পাশের দোকানে যেতে বলে। এইরকম ভাবে সারা সকাল চলতে থাকে। বাড়ী ফিরে এলে বালানের বোন লেখাটি পড়ে শোনায় - লেখা আছে " একে প্লেট দেবেন না। ওকে দোকানে দোকানে ঘুরতে দিন।

ঘটনা ২ - প্রান্তিক হবার জন্য নিদারুণ অভিজ্ঞতা

পার্ক হাই স্কুল এখন দুপুরে খাবার সময়। গাছের ছায়ায় বসে ছাত্ররা বাড়ী থেকে আনা খাবার দলে দলে ভাগ হয়ে বসে খাচ্ছে।

মুখু, পান্ডি আর ভেলু অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। তারা সবসময়ে এক সঙ্গে থাকে। বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফেরে একসঙ্গে। অন্য ছাত্ররা সঙ্গে খেলা করলেও সময়ে তারা আলাদা বসে খায় এবং নিজেদের মধ্যে বিদ্যালয়ের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলে। একদিন প্রধান শিক্ষক তাদের লক্ষ্য করেন যে তারা আলাদা বসে খাচ্ছে - তিনি জিজ্ঞাসা করলেন " কেন এই তিনজন আলাদা বসে খাচ্ছে ? "এই তিনজনেই এর উত্তর কিভাবে দেবে বুঝতে পারছিল না ? প্রধান শিক্ষক জোর করলেন, " আমাকে খোলাখুলি বল। " মুখু দাঁড়িয়ে বলল, " অন্য ছেলেরা আমাদের নিয়ে মজা করে। "তখন প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন , " ওরা উপহাস করে ? " ছেলেটির জবাব, " ওরা বলে আমরা নোংরা, আমাদের খাবার অপরিষ্কার , আমরা সভ্য মানুষ নই, ওরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। সকলেই আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে কোন কাজে যোগ দিতে চাইলে ওরা হাসাহাসি করে। আমরা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলে - যেটা আমরা নিজেরা খেটেই পাই, ওরা আমাদের নকল করেছি বলে অপদস্থ করে। "

ঘটনা ৩ -

মেদিনীপুরে অনেক বাচ্ছা আছে যারা কলকারখানায় কাজ করে। এদের মধ্যে অনেকেই দিয়াশলাই তৈরীর কারখানায় দিনে ১৫ ঘন্টা কাজ করে।

১ক . এখন এইসব ঘটনাগুলি বা গল্পগুলি তোমার মনে কি ভাব সঞ্চার করেছে নিচে লেখ

ঘটনাবলি	তোমার অনুভব		
ঘটনা ১	(ক)	(খ)	(গ)
ঘটনা ২	(ক)	(খ)	(গ)
ঘটনা ৩	(ক)	(খ)	(গ)

১খ . এই যে এর লোকেরা নিষ্ঠুর বা বর্বরোচিত কাজগুলি করেছে তার সম্বন্ধে তোমার অনুভবের কথা বল এবং তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে মতামতগুলি ভাগ করে নাও।

ব্যক্তিসকল	অনুভূতিগুলি
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

দলবদ্ধ কাজ :

প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পেশ করবে এবং অন্যদলের অভিমতগুলিও মন দিয়ে শুনবে। সকল দলই কি একই ভাবে ভেবেছে ? তোমার ভাবনাগুলি ভাগাভাগি করে নাও, কেন এভাবে ভেবেছ উত্তর কর।

সকলের উত্তর শোনারও আলোচনার পর একসঙ্গে উদ্দীপিত হও এবং কেন কেউ কেউ এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করে এবং কেন তোমার অনুভবগুলিই এরকম হল একটি তালিকা প্রস্তুত করে এই ধরনের কাজের কারণ ও তোমার অনুভবগুলি সেখানে লেখ।

ফিরে দেখা

তোমাদের তালিকাগুলি শ্রেণীকক্ষের চারিদিকে ঝুলিয়ে দাও - সকলেই ঘুরে ঘুরে সেগুলি পড়।

ব্যাখ্যা

তোমার শিক্ষকের সঙ্গে - থেকে যত্ন সহকারে পরীক্ষা কর - তোমার একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বল এবং যুক্তি সহকারে দেখাও এই ধ্বংসাত্মক কাজগুলির সাধারণ কারণগুলি কি এবং তোমার সে সম্বন্ধে সাধারণ অনুভবই বা কি ?

ক) তোমার কোন কাজ কি কাউকে আহত করেছে ? যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন ?

কে ?	কেন ?

খ) পরিবারের কোন সদস্য কি অন্যকে আহত করেছে ? কে ? কেন ?

কে ?	কেন ?

গ) তোমার শহরের মানুষ কি অন্যকে আহত করেছে ? কে ? কেন ?

কে ?	কেন ?

ঘ) তুমি কি অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছ ? সেই সময়ে তোমার কিরকম অনুভূতি হয়েছিল ?

কে তোমায় আঘাত দিয়েছে ?	অনুভূতিগুলি
শিক্ষক	
বাবা - মা	
বন্ধুরা	
অন্যজাতের কেউ	
অন্য ধর্মের কোন লোক	
ধনী ব্যক্তি	
তোমার আত্মীয়রা	

একসঙ্গে যত্নসহকারে কারণগুলি পরীক্ষা কর - কেন একশ্রেণীর মানুষ অন্যশ্রেণীর মানুষকে অপছন্দ করে ? কি ধরনের পূর্বসংস্কার মানুষকে সুবিধাবাদী করে তোলে এবং অপরকে নত করে ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত :

আলোচিত পাঠটির ওপর আলোকপাত কর এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২৩ নম্বর আর্টিকেলটির ওপর আলোকপাত করে দেখ এবং তুমি এইরকম পরিস্থিতিকে কিভাবে, কোন কাজ করে ওর পরিবর্তন আনতে পার সেই সিদ্ধান্ত নাও । প্রয়োজনে ঈশ্বরের শরনাপন্ন হও।

মোটবাহক, ভিক্ষুক এবং এই ধরনের কাজে বাধ্য হওয়া শ্রমিক নিষিদ্ধ এবং এর লঙ্ঘন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ ।

আর্টিকেল ২৩, ভারতীয় সংবিধান ।

কলকারখানায় শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ ইত্যাদি। ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কলকারখানায়, খনিতে অথবা বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ।

আর্টিকেল ১৪, ভারতীয় সংবিধান।

বাড়ীর কাজ :

পাঠটিতে যে প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানগুলি রয়েছে সেগুলি পিতামাতাকে পড়ে শোনাও এবং তাদের অনুভবগুলি কিরকম হল জেনে নাও এবং পরে শ্রেণীতে সকলের সঙ্গে তা ভাগ করে নাও।

৮. খন্ডিত সমাজ

একক কাজ

তোমার প্রতিবেশে নজর করে দেখ এবং তালিকা তৈরী কর - যখন কোন বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন মানুষেরা কতরকমভাবে দল তৈরী করতে প্রকা হয় ।ঘটনার গবেষণায় আলোকপাত কর এবং দেখ তোমার তৈরী দল কোন দলে খাপ খাচ্ছে কিনা ।

ঘটনা গবেষণা

' আমার পরিবারের ১৪ জনকে একদিনে নিহত করা হয় , তাদের মধ্যে ৭ জন আমার বাবার পরিবারের সদস্য এবং বাকী ৭ জন আমার স্বামীর পরিবারের সদস্য । মৃত মহিলাদের প্রত্যেকেই হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয় । আমার সাড়ে তিন বছরের পুত্রকেও হত্যা করা হয় - আমাকেও ধর্ষণ করা হয় । আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, ওরা ভাবল আমি মরে গেছি তাই আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল । আমার মা, মাসি এবং আমার তিন বোনকেও মেরে ফেলেছে । গ্রামের সকলে পালিয়ে গেছিল কিন্তু আমার মাসীর মেয়ের সন্তান প্রসবের সময় আসন্ন ছিল তাই আমি গ্রামেই থেকে গেছিলাম । আমি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি । আমি কি সুবিচার পাব ?

একজন মহিলার মর্মান্তিক আওয়াজ / হাহাকার
কম্যুনালিজম কমব্যাট - মার্চ, এপ্রিল, ২০০২

দলের কাজ

তোমাদের দলের তালিকাগুলি এবং প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর দলগুলিতে আদান প্রদান কর এবং এইরকম অসুবিধাজনক সময়ে কি কি ক্ষতি হয় তার উপর কাজ কর :

ক) আর্থিক ক্ষতি
খ) শারীরিক আঘাত
গ) জীবন হানি
ঘ) মানবিক সম্পর্ক যেমন মানুষকে অপমানিত / লাঞ্ছিত করা
ঙ) ভীতির সঞ্চার

এর মধ্যে থেকে একটা বেছে নাও এবং একটি নাটিকা প্রস্তুত করে দেখাও এগুলি কিভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে ।

ফিরে দেখা

তোমার নাটকটি শ্রেণীতে উপস্থাপিত কর

ব্যাখ্যা

তোমার শিক্ষক প্রতিটি নাটিকা ব্যাখ্যা করবেন কারণ এগুলিতে মানবিক অধিকার সম্বন্ধে কাজ করা হয়েছে । কিভাবে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয় এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্য আনা যায় সে সম্বন্ধে বলবেন।

পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত

আলোচনাগুলিতে আলোকপাত কর এবং নিম্নেরউদ্ধিতিগুলিও চিন্তার আলোকে ফিরে দেখ।

তারা দীপাবলীর উৎসব পালন করছে। আমরা মহরম পালন করছি। ওরা মৃতদেহ দাহ করে। আমরা কবর দেই। অনুষ্ঠানগুলি বছরের মোটামুটি এক সময়ে পালিত হয়। বছরের অন্যান্য দিন আমরা একসঙ্গে আহার করি। আমরা একত্রে বিশ্রাম করি। কে মুসলমান কে হিন্দু তা নিয়ে কারো মাথাব্যাথা থাকে না। যদি আমাদের কেউ বিরক্ত করে আমরা তার জন্য এক সঙ্গে লড়াই করব।

একজন সাংবাদিকের কাছে একজন পথশিশুর বক্তব্য।

রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের অধিকার এবং সেগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, জাত কর্ণ, ভাষা, পুরুষ, নারী, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, সামাজিক বা জাতীয় উৎস, সম্পত্তি, জন্মগত বা অন্যান্য সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে করবে।

(আর্টিকেল ২.২ ইউ. এল কভেনেন্ট অন ইকনমিক, সোস্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ১৯৯৬)

আল্লা হো আকবর ! আল্লা হো আকবর !
মসজিদ এবং মিনার থেকে মৌলভীদের ডাক
ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ তুমি, আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর
সূর্য অস্ত যাচ্ছে
আল্লা হো .....
আভে মারিয়া, আভে মারিয়া
ডিভাউটলি দ্যা প্রিষ্ট এ্যট দি অলটারস্ আর সিংগিং
ওহ ইয়ে, হ ওয়ারসিপ দ্য সন অব দ্যা ভারজিন
নিল সফট এ্যট ইয়োর প্রেয়ার ফর দ্যা ভেসপারস্ আর আরজিং
আভে .....

আহরা মাজদা আহরা মাজদা
হাউ দ্যা সোনোরাউস অ্যানেটা ইজ ফ্লোয়িং
টি, হ টু ফ্লেম এ্যান্ড দ্যা লাইট মেক ওবেসেন্স
বেন্ড লো হোয়্যার দি কোয়েচলেস ব্রু টরচেস আর গ্রোয়িং
আহরা .....

নারায়ণ ! নারায়ণ !
অনন্তজীবন আমাদের প্রার্থণা শ্রবণ কর !
তোমার আশীবাদ বর্ষণ কর, আমরা তোমারই সন্তান
ঈশ্বর বন্দনা জোরে গাও
নারায়ণ ! নারায়ণ !
সরোজিনী নাইডু

ঈশ্বর সান্নিধ্যে কিছু নীরব মুহূর্ত যাপন কর। তাঁর সাহায্যে প্রার্থনা কর যাতে তোমার ভেদাভেদ চিন্তা দূর হয় এবং যাতে তু

তোমার ব্যবহারের বা কাজের প্রতিক্রিয়া অপরকে কিভাবে আহত করে তা বুঝতে পার।

যদি ভবিষ্যতে এইরকম লোক বা দলের তুমি সম্মুখীন হও তখন তুমি কি করবে ? সে সম্বন্ধে লেখ।

বাড়ীর কাজ

ক) খবর সংগ্রহ কর - জাত / ধর্মভিত্তিক হিংসা খবর দৈনিক বা সাপ্তাহিক ইত্যাদি পত্রিকা থেকে সংগ্রহ কর।

খ) মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলির তালিকা প্রস্তুত কর।

৯. মানবিক অনুভূতিগুলি

একক কাজ

নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলিতে কি ধরনের অনুভূতি নিহিত আছে ?

১ক) " মনে হচ্ছিল ওকে চড় মারি "

খ) " আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো যে তুমি কি আদৌ একজন মানুষ ? "

গ) " আমি কখনই এরকম অবৈধ কাজ করব না । "

ঘ) " আমার যতই অসুবিধা থাকুক, আমি কখনই ঘুস নেব না । "

ঙ) " এই যে সব মেয়েরা পড়াশুনা করতে এসেছে তারা কি ভবিষ্যতে হিসাবরক্ষক হবে ? "

চ) " আমি সবসময়ই দরিদ্রদের সাহায্য করব । "

ছ) " তোমার মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তো আমার কি যায় আসে ? আমার কি এতই টাকা যে যেভাবে ইচ্ছা খরচ করব না কি তুমি তোমার টাকা এখানে জমা রেখেছ ?
বেড়িয়ে যাও ভিখারী , ভিখারী কুকুর ! "

জ) " আমি যারা আমাকে অসময়ে সাহায্য করেছে তাদের আমি কখনই ভুলব না । "

ঝ) " তুমি আমাকে কি ভাবছ ? তুমি জান কি যে এই এলাকার সব স্ত্রীলোক আর শিশুরা আমার কড়ে আঙুল নাড়ালেই

আমার পায়ে এসে পড়বে ? তুমি তো কালকের শিক্ষক , নিজের কাজ করগে যাও । এর ওপর তুমি যদি " আন্দোলন "

এই শব্দ একবার উচ্চারণ কর তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব । "

ঞ) তোমার রানীর মত বাস করা উচিত । তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া চাই । আমি তোমাকে খুশী মনে ছুটি দিচ্ছি । "

ট) " রামু ! কালের নাটকে তুমি খুব ভাল অভিনয় করেছ । আমি তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । কামনা করি তুমি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত অভিনেতা হও । "

ঠ) মন্ত্রীমশাইকে সঠিক শাস্তি দেওয়া উচিত কারণ সে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করেছে ।

নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পড়ে তোমার অনুভূতিগুলি বল :

২ক) যদি তুমি শোন যে জাত সংক্রান্ত শংসাপত্র দেওয়ার জন্য তহশিলদারের কার্যালয় থেকে ৫০ টাকা ঘুস চাওয়া হয়েছে । তোমার অনুভূতি কি ?

খ) বস্তিবাসীদের জীবনধারণের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে তোমার কেমন লাগে / আবার যখন শোন শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে - তোমার কি রকম অনুভূতি হয় ?

গ) বিদ্যালয়ে পড়তে যাবার বয়সী বাচ্চাদের যখন দেশলাই কারখানা বা হোটেলে কাজ করতে দেখ তোমার কেমন লাগে ?

ঘ) আমার প্রতিবেশী যখন তার স্ত্রীকে মারধোর করেন বা অত্যাচার করেন তখন আমার কিরকম অনুভূতি জাগে ?

ঙ) মলমূত্র, নোংরা পরিষ্কার করার কাজে ব্যক্তিদের নিযুক্ত হতে দেখে তোমার কেমন লাগে ?

দলগত কাজ

অনুভূতিগুলির তালিকা প্রস্তুত করেছ ১. এ এবং ২ এ তোমার নিজস্ব অনুভূতিগুলি রয়েছে এবার যে সব অনুভূতিগুলি সমাজকে পুষ্ট করতে পারে অথবা ধ্বংস করতে পারে সেগুলি দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নাও ।

ক) সমাজকে পুষ্ট করতে পারে যে সব অনুভূতি	খ) সমাজকে ধ্বংস করতে পারে যে সব অনুভূতি

ফিরে দেখা

শিক্ষক দুটি কলাম করে বোর্ডে যে সব অনুভূতি ব্যক্ত করা হয়েছে সেগুলি লিখবেন ।

ব্যাখ্যা

তোমার শিক্ষক এবার সঠিক ভাবে এবং ঠিকঠিক সংখ্যায় একত্র করে লিখতে সাহায্য করবেন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

i) কতগুলি এইধরনের অনুভূতি অপরের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সংযুক্ত করতে পারা যাবে ?

ii) যদি আমরা সব সময়ে সব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সাড়া দিই এবং কাজ করি তবে কি ধরনের সমাজ গঠিত হতে পারে?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

সমাজকে পুষ্ট করতে যে ধরনের উপলব্ধি বা অনুভূতির প্রয়োজন আছে সেগুলি সম্বন্ধে ভাবতে কিছু সময় ব্যয় কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা কর যাতে তুমি ঐসব অনুভূতি সাড়া দিতে পার এবং এমন একটি পৃথিবী যাতে তৈরী হয় যেখানে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয়, শ্রদ্ধা লাভ করে এবং আরও এগিয়ে চলে।

বাড়ীর কাজ ,

তোমার প্রতিবেশে একটি এলাকা বেছে নাও , সেখানে এমন একটি কাজ কর যেখানে কাজ চালিয়ে যাবার মত কেউ থাকে।

১০. সুবিচার

একক কাজ

সুবিচার কি ? নীচের বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখ :

" আমার মতে সুবিচার হল ..... "

" আমরা ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষকে যথাবিধি দৃঢ়সংকল্পভাবে সার্বভৌম, সমাজতন্ত্রবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে শাসিত হতে দেখি এবং সকল দেশবাসী / নাগরিক সুবিচার , সমাজবাদ, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে ..... এভাবে আমাদের ভারতীয় সংবিধান কাজ করে ।

(প্রিয়মবেল টু দ্যা কনস্টিটিউসন অব ইন্ডিয়া)

রাজ্যগুলিও মানুষের মঙ্গলের জন্য এগিয়ে যাবে যাতে কার্যকরীভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সুবিচার সুরক্ষিত থাকে - সামাজিক , অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব দলই এ সম্বন্ধে অবহিত থাকবে।

(আর্টিকেল ৩৮, কনস্টিটিউসন অব ইন্ডিয়া)

বিচার ব্যবস্থায় যাতে সুবিচার পাওয়া যায় সেগুলি রাজ্য সুরক্ষিত রাখবে । সকলেই যাতে বিচার ব্যবস্থায় সমানাধিকার পায় বিশেষত আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকের সুবিচার পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে ।

(আর্টিকেল ৩৯ এ , ভারতীয় সংবিধান)

রাজ্যগুলি তাদের শাসনপ্রণালী বিশেষভাবে পরিচালিত করবে যাতে সকল নাগরিক , স্ত্রীলোক, পুরুষ সমভাবে সুবিধাগুলি পায় । জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা পাওয়ার সকলের সমান অধিকার থাকবে ।

(আর্টিকেল ৩৯ এ , ভারতীয় সংবিধান)

মালিক নিয়োগ কর্তার কাছ থেকে বালিকার মুক্তি

তার মাত্র নয় বছর বয়স - বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মী অনিরুদ্ধ সাহা এবং তার শিক্ষিকা স্ত্রী তাকে ক্রমাগত প্রহার করে , লাথি মারে - এভাবে দুবছর ধরে চলছে । তাকে সম্প্রতি ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে । গুড়িয়ার লাঞ্ছনা এক রবিবারে শেষ হল যখন একজন অল্পবয়সী ছাত্রী একদল প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনল তার মালিক / নিয়োগকর্তার কাছে থেকে । গুড়িয়ার দুঃখের গল্প শুরু তার বাড়ী রাঁচীতে দুবছর আগে। সাহা বিকাশ ভবনে কাজ করলে তার স্ত্রী কমলা তাঁদের পাঁচবছর বয়সী শিশুপুত্র রঞ্জিতকে নিয়ে রাঁচী গেলেন তখন গুড়িয়াকে তার মায়ের অনুমতি নিয়ে ঘরের ছোট ছো

কাজে বহাল করলেন। "ওরা আমাকে বাড়ীতে সব কাজ করাতেন, ঘর মোছা থেকে বাসন মাজা, কাপড় কাচা এমন কি বাচ্চাকে দেখার কাজ ও করাতেন। আমাকে খাবার জন্য দুটো রুটি আর চিনি রোজ দেওয়া হত। "**বাচ্চাকে কোল থেকে ফেলে দেবার জন্য চিমটে / সাঁড়াশি দিয়ে আঘাত** চার মাস বয়সী বাচ্চা খাট থেকে পড়ে যায় সেই আতঙ্কে পাছে বাচ্চার কিছু ক্ষতি হয় তার সাত বছর বয়সী ঘরের কাজের রেজিনা নামে মেয়েকে স্বাতী নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকা সাংঘাতিক ভাবে লাঞ্ছনা করে কারণ বাচ্চাকে তারই তদারকিতে রাখা থাকত আর সেই সময়ে সে কাছে ছিল না।
এই ঘটনা শনিবার সন্ধ্যার। বেহালা ইষ্ট পার্ক ঠাকুর পুকুর থানার অধীনে সেখানে মাথার গভীর আঘাত ও অন্যান্য আঘাত সহ তাকে আনা হয়। স্বাতী রেজিনাকে কাজে রেখেছিল তার বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য। তাকে নিয়মিত মারধোর করা হত। সে ঝাঁটা দিয়ে তাকে মারে ফলে বাঁ চোখের তলায় গভীর ক্ষত হয়। " একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ, মুখে চওড়া হাসি, ছোট্ট মুখে চিমটি কাটার অজস্র দাগ আমার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সকালবেলায় আদর টুকু পাবার জন্য। তার ছোট্ট ক খিে দুবছরের টাইরান্ট, কেঁদে ওঠে যদি ওকে এক মুহূর্তও কোল থেকে নামানো হয় .....সাবানা একমাস বাদে বিদ্যালয় ফিরে এসেছে। ও কোথায় ছিল এতদিন ? সে এক " মেমসাহেবের "

বাড়ীতে কাজ পেয়েছিল দিনে দু ঘন্টার জন্য তিন টাকা হিসাবে এবং সঙ্গে কিছু খাবার পাবে। কিন্তু প্রতিদিন " মেমসাহেব " তাকে
সন্ধ্যার পর অবধি আটকে রাখত, সঙ্গে কিছু খাবার দিত আর একগাদা বাড়তি কাজ করাতো আর বলত মাসের শেষে সে টাকা দেবে।

গতকাল তাকে দশটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সে আর ও বাড়ীতে ফিরে যাবে না। "

আমার জন্য সুবিচার হল

_____

_____

_____

_____

দলগত কাজ

তোমার সুবিচারের সংজ্ঞাটি অপরের সঙ্গে বিনিময় কর এবং একটি সাধারণ সংজ্ঞা তৈরী কর যাতে সবার ভাবনাগুলো যুক্ত হয়।

খবরের কাগজ / পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে একটা কোলাজ তৈরী কর। একটা নাটিকা প্রস্তুত করতে পার সেখানে অবিচারের একটা ঘটনা যেন থাকে এবং তার সমাধানও যেন থাকে।

ফিরে দেখা

শ্রেণীতে সকলকে তোমার কোলাজ / নাটিকা দেখাও এবং তোমার বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর ।

ব্যাখ্যা

প্রতিটি সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা কর এবং নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির সঙ্গে যাচাই করে নাও (এটি যথেষ্ট আলোচনা ও তর্কসাপেক্ষ হবে)

- ধনী ব্যক্তি গরীবকে দেওয়া জমিকে দখল করে ।
- একজন মায়ের দুটি সন্তান - তার মধ্যে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী । মা কিন্তু দুজনকেই সমান ভাবে দেখেন ।
- দুজন বাচ্চা একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবারজন্য এসেছে । একজন ধনী , তার বাবা মাও শিক্ষিত - অপর বাচ্চাটি তা
  নয় । দুজনের জন্য একই ভর্তির পরীক্ষা ।
- পুরুষ ও নারী দুজনই নির্ণীয়মান বাড়ীর জন্য রাজমিস্ত্রীর কাজ করে - পুরুষটি কিন্তু বেশী পারিশ্রমিক পায় ।
- একটি পরিবারের মত মেয়েদের বেশী লেখাপড়া করার প্রয়োজন নেই ।
- নগরের সৌন্দর্যায়নের জন্য বস্তির উচ্ছেদ ।
- সরকার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীকে টাকা পয়সার সাহায্য দেন ।

ক) যখন এই ধরনের ঘটনা তুমি শোন তোমার কেমন লাগে ?

খ) এগুলিতে এমন কিছু আছে কি যাকে তুমি পরিবর্তিত করতে চাও ? (হ্যাঁ / না)

গ) কেন ? (অবিচার, অধিকারকে অস্বীকার করা ; (যদি হ্যাঁ উত্তর হয়)

ঘ) তুমি কোন্ পরিবর্তন আনতে চাও ? (যদি উত্তর হ্যাঁ হয়)

ঙ) যদি কোন পরিবর্তন না আসে তবে কি হতে পারে ? (উত্তর যদি না হয়)

তোমার সঙ্গে কি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে / অথবা তুমি দেখেছ ?

তুমি কি ঐরকম পরিস্থিতিতে কিছু করেছিলে ?

তুমি উদ্বুদ্ধ / প্রতিরোধ করেছ কেন ?

তুমি / অন্যান্য ব্যক্তি / সরকার এই রকম সমস্যার সমাধান কি করেছে ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

শিশুরা একটা কিছু ভেবে উপায় রাখ যা তারা অবিচার হতে দেখলে করতে পার ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর , সাহস চাও যখন এই ধরনের কাজ করবে । বাবা - মাকে সংবিধানের সাবাংশ দেখাও আর

তাঁদের বুঝিয়ে চল তুমি সুবিচার সম্বন্ধে কি কি শিখলে ।

একক কাজ

এখানে কতগুলি দৃষ্টান্তমূলক উক্তি দেওয়া হল।

বোন ভুল করলে আমি দোষী সাব্যস্ত হই।

আমার ভাই সবসময়ে প্রথমে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়।

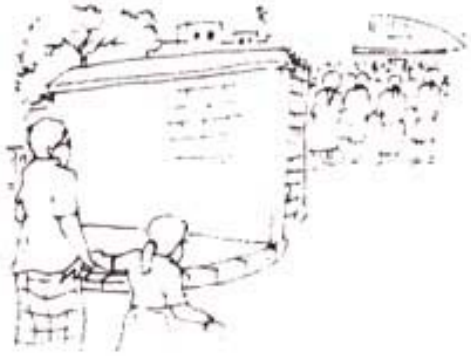

আমার প্রতিবেশী শিশুটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে নি।

একজন অসুস্থ ব্যক্তি মারা গেলেন কারণ তিনি ডাক্তার দেখাতে পারেন নি।

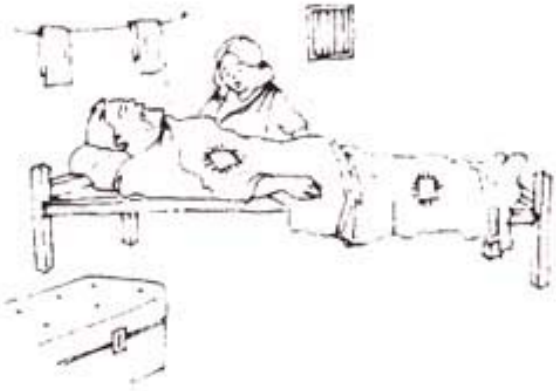

গ্রামে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না।

তুমি বিষয়ে ভাব যেখানে বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে তুমি সমান আচরণ পাওনি এবং তিনটি বিষয়ে ভাব যখন বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে তুমি সমান ব্যবহার পেয়েছ - তোমার কি রকম লেগেছিল ।

	সমান ব্যবহার পেয়েছে	তোমার অনুভূতি	সমান ব্যবহার পাওনি	তোমার অনুভূতি
১				
২				
৩				
৪				

দলীয় কাজ

দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তোমার তালিকাটি ভাগাভাগি কর এবং তাদের কথাগুলোও শোন ।
বাক্যটি সম্পূর্ণ কর : " আমাদের কাছে সাম্য মানে ..... " তোমার বাক্যটি রং দিয়ে লিখে টাঙিয়ে দাও ।

এবার নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে / পরিস্থিতিতে কিভাবে সাম্য জনক কাজ হতে দেখ সে বিষয় বল ।

ক) রেশনের দোকানে
খ) মন্দিরে
গ) গ্রামের পুকুরে / কুয়োতে
ঘ) গ্রামের উৎসবে / বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে
ঙ) গ্রামের রাস্তায়
চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ছ) পরিবারের মধ্যে
জ) হাসপাতালে
ঝ) বিবাহের সময় / উৎসবের সময়
ঞ) পশুপালন ক্ষেত্র গুলিতে

তুমি কি কারও সঙ্গে সমভাবে / অথবা অসমভাবে আচরণ করেছ ? তোমার অভিজ্ঞতা অন্যকে জানাও । এরকম একটি অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে গল্প / নাটিকা প্রস্তুত করে দেখাতে হবে ।

ফিরে দেখা

সাম্যের সংজ্ঞাটি প্রতিটি দল পড়ে শোনাবে এবং পরে বোর্ডে / দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেবে যাতে সকলেই তা দেখতে পায় । নাটিকা / গল্প উপস্থাপিত হবে । প্রতিটির শেষে শিক্ষক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা

শিক্ষক তোমার করা সন্ধানগুলি ব্যাখ্যা করতে তোমাকে সাহায্য করবেন। কিছু দরকারী প্রশ্ন এরকম হতে পারে ।

- সাম্যের কোন্ দিকটি নাটিকা / গল্পে বর্ণিত হয়েছে ?
- তোমার করা সাম্যের সংজ্ঞার সঙ্গে কিভাবে এর মিল আছে ?
- তুমি যখন নাটিকার অভিনয় দেখলে / গল্প শুনলে তোমার কি ধরণের অনুভূতি হল ?
- তোমার প্রতি এরকম ব্যবহার করা হচ্ছে তুমি কি তা ভাবতে পার ? যদি ভাবতে পার তবে কি ভাবলে /
- যদি ভাবতে না পার তবে অন্য মানুষেরা কেন এরকম ব্যবহার করে তা খুঁজে বার করতে পারবে কি ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত :

এই পাঠটির ওপর আলোকপাত কর - তুমি কি শিখলে ?

নিম্নে ঘটনার গবেষণা ও সংবিধান থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

তামিলনাড়ুর ৬,০০০ গ্রামে এখনও অস্পৃশ্যতা রয়েছে। দলিতরা সাধারণের জন্য ব্যবহৃত কুয়ো থেকে জল নিতে পারে না এবং উচ্চ বর্ণের লোকেদের জন্য চিহ্নিত পথগুলি দিয়ে হাঁটতে পারে না। চায়ের দোকানে দলিতদের আলাদা ভাঁড়ে চা দেওয়া হয়। একেই অসাম্যের অবস্থা বলা হয়।

সরকারের দায়িত্ব দেশের উন্নতি করা - উপজাতির লোকেদের এবং দেশীয় মানুষদের এতে সামিল করতে হবে। সুষ্ঠু সমন্বিত কার্যাবলী দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং তাদের নিজস্বতার সম্মান বজায় থাকা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(আর্টিকেল ২ . ১ ইন্টারন্যাশানাল লেবার কনফারেন্স : কনভেনসন ইন্দোজেনিয়াস

চাকরীর সমান সুযোগ

১) রাজ্যের সরকারী অফিসে সকল নাগরিকের চাকরীর ক্ষেত্রে নিয়োগ পাবার সমান সমান সুযোগ থাকবে।
২) ধর্ম , জাত , ধন , লিঙ্গ , বংশ পরিচয় , জন্মস্থান , বাসস্থান ইত্যাদি কোন একটির জন্য ও কোন নাগরিক আলাদা সুযোগ পাবে না - রাজ্যসরকারের অধীনে সব কার্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(আর্টিকেল ১৬, ভারতীয় সংবিধান)

আইনের চোখে সব মানুষ সমান - সমান সুরক্ষা কোন ভেদাভেদ না করে আইনের কাছে পাবে। এই সূত্রে আইন সব ভেদাভেদ দূরে রাখবে - সকল মানুষের সম সুরক্ষা সুনিশ্চিত করবে। জাত , বর্ণ , লিঙ্গ , ভাষা , ধর্ম , রাজনৈতিক অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী , ভিন্ন সামাজিক উৎস থেকে আসা , সম্পত্তি , জন্ম অথবা পদমর্যাদা সকলেই সমান আইনগত সুরক্ষা পাবে।

ইন্টারন্যাশানাল কভেনান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস্ ১৯৬৬

আমরা ভারতবাসী পবিত্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ভারতবর্ষের শাসন হবে সার্বভৌম , সমাজতান্ত্রিক , ধর্মনিরপেক্ষ , গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক । ভারতের সকল নাগরিকের সাম্য , পদমর্যাদা ও সুযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ও সুরক্ষিত থাকবে ।

(প্রিয়মবেল, ভারতীয় সংবিধান)

এই আর্টিকেলে রাজ্যকে বিরত করতে পারবে না অনুন্নত শ্রেণীর কর্ম নিয়োগ করার থেকে ।

আর্টিকেল ১৬ :৪ - ভারতীয় সংবিধান

আইনের আগে সাম্য

আইনের কাছে কোন মানুষের সাম্য রাজ্য অস্বীকার করতে পারে না অথবা আইনকেও একইভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে ভারতবর্ষের মধ্যে ।

(আর্টিকেল ১৪ , ভারতীয় সংবিধান)

তুমি কি অপরের প্রতি করা অসাম্য মেনে নেবে অথবা তুমি সোচ্চার হবে ?

তুমি অসাম্যজনক ব্যবহার পেলে কি করবে ?

সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা , সম ব্যবহার তুমি করবে কি ?

চিন্তা করে উত্তর দাও - ঈশ্বরের কাছে উত্তর দাও , যিনি আমাদের সকলকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন । তুমি যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার সে জন্য ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর ।

বাড়ীর কাজ - উপরে লেখা উক্তিগুলি তোমার বাবা - মাও পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নাও ।

১২. বিভিন্নতার মধ্যেও সাম্য

একক কাজ - প্রশ্নগুলির তোমাকে উত্তর দিতে হবে

* কিসের ভিত্তিতে সমাজে মানুষকে ভাগ করা হয় ?

  যেমন - নাগরিকত্ব / জাত এরকম আরও পাঁচটি লেখ ।

* কাদের এইরকম অপমানজনক ভাবে বর্ণনা করা হয় ?
* কেবা কারা তোমার মতে এই ভেদাভেদ সমাজ করার জন্য দায়ী ?
* তোমার সহপাঠীরা তোমার থেকে কি কি ভাবে আলাদা তার তালিকা তৈরী কর ।
* এইসব ভেদাভেদ সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি কি রকম ?

দলীয় কাজ

ছাত্ররা দলের মধ্যে যা যা লিখেছে তা নিয়ে আলোচনা করবে ।

ফিরে দেখা

প্রত্যেক দল তাদের উত্তর শ্রেণীর সকলের সামনে উপস্থাপিত করবে ।

ব্যাখ্যা

শিক্ষক এরপর তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ।

১. বিভিন্ন দলের মধ্যে আমরা কি কি মিল পাই ?

  যেমন - হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে

  বাঙালী ও পাঞ্জাবীর মধ্যে , গরীব - ধনীর মধ্যে ইত্যাদি

২. আমাদের বিভিন্নতার মধ্যেও আমরা কিভাবে ঐক্য দেখতে পাই ?

৩. কোন্ কোন্ পথে আমরা এর উর্ধ্বে উঠতে পারি এবং বিভিন্নতাকেও সম্পাদন করতে পারি এবং ঐক্যগুলিকেও উপভোগ করতে পারি ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

কিছু সময় ব্যয় করে নিচে লেখাগুলি সম্বন্ধে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ । তুমি সম্পূর্ণ সৎভাবে কর কেবল ঈশ্বরেই তোমার উত্তরগুলি দেখবেন । উত্তরে যদি ' না ' বলতে ইচ্ছা করে তবু ও ঈশ্বরের সাহায্য চাও ।

বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের জন্য দরকার

গ্রহণযোগ্যতা ঃ

জাতি , ধর্ম , সংস্কৃতি , নাগরিকত্ব ইত্যাদির দিক দিয়ে মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত । আন্তরিকভাবে আমাদের এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে হবে । মনে রাখ মানুষের মর্যাদা কিন্তু সমান । বিভিন্নতাগুলি গ্রহণ কর ।

স্বীকৃতি

আমাদের মনে রাখতে হবে সব মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি কিন্তু এক ।

সহনশীলতা

আমাদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন বিশ্বাস, বিভিন্ন প্রথা আর্থ - সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা অবশ্যই থাকবে। এই বিভিন্নতাকে সহ্য করতে শেখ ।

প্রশংসা

অপরের সংস্কৃতি যা ভাল আমাদের সেগুলি প্রশংসা করতে হবে । কিছুই আমরা বরবাদ করতে পারি না হোক না তারা সমাজের নিপীড়িত । নিম্নশ্রেণীর অথবা বিদেশী সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষ।

সমীকরণ

অপরের সভ্যতার ভালগুলি আমাদের নিজেদের করে গ্রহণ করতে হবে ।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বসংস্কার থাকতে পারে কিন্তু আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শিখতে হবে এবং এবং একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে । আমাদের মনে রাখতে হবে এই সব পূর্ব সংস্কার পূর্ব পুরুষদের স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু নয় ।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া

অন্য সংস্কৃতির মানুষেরাও মানুষ এইভাবে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে প্রয়োজনের সময়ে । মানবাধিকারের নিরিখে চিন্তা করতে হবে ।

সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী

সমাজের নিচুতলার মানুষ , স্ত্রীলোক , উপজাতিসমূহের সমস্যাগুলি একক সমস্যা হিসাবে দেখলে চলবে না তাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে ।

বাড়ীর কাজ

একটা দিক বেছে নাও যার জন্য কাজ করতে অসুবিধা হবে এমন দিক এবং একটা কাজ স্থির কর যাতে তুমি উত্তীর্ণ হতে পারবে ।

লেখ .....

একই ভাবে একটা জোরালো অনুভব নিয়ে কর্তব্য কর । লেখ .....

আনন্দ উদ্‌যাপন কর !

১৩. স্বাধীনতা

একক কাজ

আমরা ১৫ই আগষ্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস্ পালন করি। এই বাক্যটি একজন বিদেশী যিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছুই জানেন না তাঁকে ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

দলীয় কাজ

১. প্রত্যেকের ব্যাখ্যা শোন এবং একটা সাধারণ ব্যাখ্যা শ্রেণীর সকলের জন্য তৈরী কর।

২. নিম্নে লেখাগুলি পড়ে স্থির কর যে ভাবনাগুলো স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করছে কিনা তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলছে কিনা দেখ - স্বাধীনতা

দিবস ১৫ই আগষ্ট পালিত হয়।

স্বপন একজন ঝাড়ুদার ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল তার ছেলে লেখাপড়া শিখে সরকারী চাকরী করুক। ওর টাকাপয়সার অভাব ছিল তাই তার মালিকের কাছে ছেলের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য চাইল। কিন্তু মালিকের উত্তর, তোমার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি করবে? ওকে তো তোমার কাজই করতে হবে যতই সে শিক্ষিত হোক না কেন। তুমি কি বল - তাই তো? তাই তোমার ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠিও না। ওর বিয়ের সময় আমি সাহায্য করবো। স্বপনের আর অন্য উপায় ছিল না - সে রোজকার কাজই করতে যেতে লাগল।

তোমার মতামত ও অনুভূতি কি?

_____

_____

_____

রিয়া ভাল ছাত্রী - ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। ওর বাবা দর্জির কাজ করেন - মা লোকের বাড়ীতে কাজ করে।

তার বাবা - মা ওকে বিদ্যালয়ে পাঠাল। কিন্তু ওর বাবার দর্জির দোকানে ওর সাহায্য করার দরকার পড়ল। তাই তিনি রিয়াকে বললেন, তোমার অনেকদূর লেখাপড়া হল

এখন থেকে দোকানে এস আর আমাকে সাহায্য কর । কিন্তু ওর মা শালিনী চাইছিলেন মেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাক । রিয়াও লেখাপড়া শিখে অধ্যাপনা করতে চায় । কিন্তু ও ওর বাবার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারল না । সে এই অবস্থার শিকার হয়ে পড়ল । সব শিক্ষকেরা ওর সঙ্গে কথা বললেন এবিষয়ে কিন্তু যখন বিদ্যালয় ছুটির পরে খুলল ওকে আর অষ্টম শ্রেণীতে দেখা গেল না।

তুমি যদি রিয়ার পরিস্থিতিতে পড়তে ..... ? তোমার মতামত ও অনুভূতিগুলি লেখ ।

_____

_____

_____

রাস্তার ধারে মালিনীর দোকান । ও সব কিছু পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় । ঝাঁট দেওয়া ওর শখ বলা যায় - বাড়ী - ঘরদোর সকাল - সন্ধ্যায় পরিষ্কার করে । কিন্তু বাড়ীর সব ময়লা রাস্তায় ফেলে । এসব দেখে তার বাবাবললেন , " তুমি কেন রাস্তায় ময়লা ফেলছ - তুমি কেন রাস্তার ধারে রাখা নোংরা ফেলার বাক্সে নোংরা ফেল না ? মালিনীর কড়া জবাব , আমার রাস্তায় ময়লা ফেলার স্বাধীনতা আছে । পুরকর্মীদের কাজ রাস্তা পরিষ্কার করা ।আমার তার জন্য মাথা ব্যথা কিসের ?

এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?

_____

_____

রাম দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র । রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত সে পড়ে তারপর রাত বারোটা প্রায় মধ্যরাত্রি টেপ রেকর্ডারে গান শোনে । জোরে বাজিয়ে গান শুনতে তার ভাল লাগে । তার প্রতিবেশীরা রাত্রি সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়েন । রামের বাজানো উচ্চস্বরের গান তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় । অনেকে যখন রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তখন তার উত্তর , আমার তো গান শোনার স্বাধীনতা আছে ।

এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?

মল্লিকা দশম শ্রেণীর ছাত্রী । সে মাঝে মাঝেই বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে বাবা মাকে না জানিয়ে সিনেমা দেখতে যায় । যখনই ওর বন্ধুরা বলে । তুমি কিন্তু ভুল কাজ করছ - তার কড়া জবাব , আমি স্বাধীন ভাবে থাকতে চাই । আমার ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা আছে - আমার ইচ্ছে হলেই তা করব ।

এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?

রেহানা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় । কিন্তু তার বাবা মা বলেন , কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারে সকলেই ডাক্তারি পড়ে - চিকিৎসক হয়েছে - তাই তোমাকেও ডাক্তারি পড়তে হবে । তাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল । তার তো এই বিষয়ে কোন অনুরাগ ছিল না তবু ও বাবা মায়ের ইচ্ছেমত সে চিকিৎসা বিদ্যাই পড়তে লাগলো ।

এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?

ফিরে দেখা

(i) প্রত্যেক দল তাদের করা ব্যাখ্যা পড়ে শোনাবে

(ii) প্রত্যেক দলই একটা গল্প বেছে নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করবে ।

ব্যাখ্যা

তোমার শিক্ষক সাধারণ বিষয়গুলি একসঙ্গে করতে সাহায্য করবেন যাতে একটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তৈরী হয় - সেটি শ্রেণীকক্ষে তালিকারূপে টাঙিয়ে রাখতে পারে ।

তোমার শিক্ষক তোমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন স্বাধীনতা যা আমরা পেয়ে থাকি আর কোনগুলি বা ভাঙা যায়।

শিক্ষক দুটি শব্দ 'মুক্তি' এবং স্বাধীনতা' র ওপর আলোকপাত করবেন এবং একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক উন্মোচিত করতে সাহায্য করবেন।

কেউ কি স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি বা মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা পেতে পারে?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

যদি আমাকে বাড়ী এবং বিদ্যালয়ে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে আমি কি ভাবে ব্যবহার করব? আমি কি অন্য কারও মুক্তি হরণ করব? অথবা স্বাধীনতা?

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা কর যাতে তুমি মুক্তির সঠিক ব্যবহার করতে পার এবং অপরকে যদি মুক্তি পেয়ে বিপদের সম্ভাবনায় পড়তে দেখ তাদের সাহায্য করতে পার।

স্বাধীনতা / মুক্তির অধিকার

বাক্ স্বাধীনতা রক্ষার্থ কিছু অধিকারের সুরক্ষা, ইত্যাদি -

(১) সকল নাগরিকের অধিকার আছে -

(ক) বাক্ স্বাধীনতার

(খ) অস্ত্র ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবে জমায়েত হবার

(গ) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

(ঘ) ভারতীয় রাষ্ট্রের যে কোন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো

(ঙ) ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস এবং

(চ) যে কোন জীবিকা অর্জন অথবা কর্মে নিযুক্ত হওয়া, ব্যবসা করা।

আর্টেকেল ১৯, ভারতীয় সংবিধান।

আমরা ভারতবাসী আমাদের দ্বারা স্থিরীকৃত - ভারতবর্ষ শাসিত হবে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে এবং সকল ভারতবাসীই সুরক্ষা পাবে। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস এবং ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা আছে - আমাদের সংবিধান এভাবেই আমাদের জন্য কার্যকরী থাকবে।

প্রিয়ম্বেল, ভারতীয় সংবিধান

নীতিজ্ঞানের স্বাধীনতা এবং মুক্ত ব্যবসা করার স্বাধীনতা থাকবে এবং ধর্মপালন ও প্রসারণের অধিকার থাকবে। সর্বসাধারণ জীবন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়ে একভাবে সুবিধা পাবার অধিকারী এবং ধর্মের নীতি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে, ধর্মপালন ও প্রসারণ করতে পারবে।

আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না অথবা রাষ্ট্রকে নতুন আইন প্রণয়নেও বাধা দেওয়া যাবে না।

(ক) কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান আচরণে বাধা দেওয়া যাবে না।

(খ) হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতে সর্বসাধারণের মঙ্গল জড়িত তা সকল শ্রেণীর লোক এবই হিন্দু ধর্মীয়দের কাছে উন্মুক্ত থাকবে।

আর্টিকেল ২৫, ভারতীয় সংবিধান। দাসপ্রথা যে কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ

আর্টেকেল ৪, ইউ এন ডিক্লেরেশন অফ হিউম্যান রাইটস্, ১৯৮৪

১৪. প্রয়োজন এবং চাহিদা

একক কাজ

মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই রয়েছে মৌলিক অধিকারগুলি। অধিকারগুলিই মানুষকে সৎভাবে ও সম্মানজনকভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার উভয়েরই কর্তব্য হল এইসব চাহিদা সকলের ক্ষেত্রেই যেন সুরক্ষিত থাকে।

প্রয়োজনগুলি	চাহিদাগুলি
খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এইগুলি একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন।	এইগুলি মানুষের চাহিদায় থাকে কিন্তু এসব জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস নয় যেমন রেফ্রিজারেটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ইত্যাদি।

ঘটনা - ১

বাবু নামে একজন কৃষক তার স্ত্রী দুর্গার সঙ্গে বসবাস করে। তাদের বাচ্চা হবার সময় আসন্ন। গ্রামের ধাত্রী সন্তান প্রসব করাবে কারণ সরকারী হাসপাতাল শহরে অনেক দূরে অবস্থিত। প্রসবের সময় মা যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে মা ও সন্তান দুজনেরই খুব বিপদ হবে।

দুর্গার প্রসব বেদনা উঠলো ধাত্রী এল। অসহ্য ব্যথা খারাপের দিকে মোড় নিল। কাছাকাছি বাস নেই, পেতে হলে ৫ কিলোমিটার পথ যেতে হবে সেই বড় রাস্তায়। বড় রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কোন ভাল রাস্তা নেই সেই কারণে ট্যাক্সি চালকও আসতে চায় না অথবা এলে ও প্রচুর টাকা চায় - বাবুর অত টাকা নেই। শেষে প্রতিবেশীর বাবু গরুর গাড়ী করে স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে চলল। ইতিমধ্যে যখন সরকারী হাসপাতালে পৌঁছান তখন দুর্গা বাঁচল সন্তাটি মারা গেল।

ঘটনা - ২

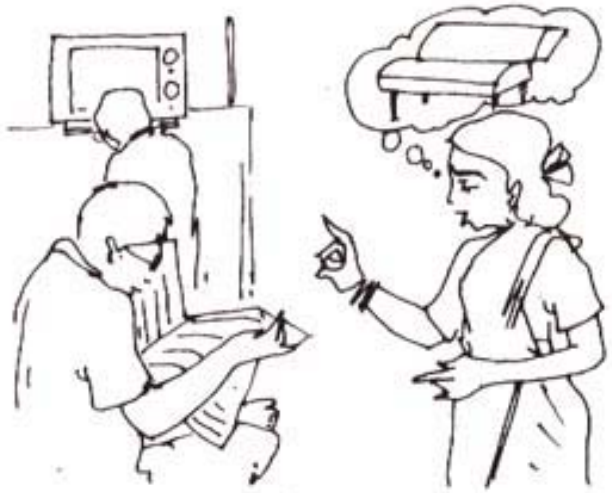

একজন স্বামী দুটি সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে। বাবা /স্বামীটিই একমাত্র রোজগেরে লোক। হিসাব করে খরচ করে বাবাটি বাচ্চাদের বিদ্যালয়ের বেতন, চিকিৎসার খরচ, বাড়ীর মাসিক খরচ চালাতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর অনেক চাহিদা - সে টি, ভি চায়, সোফা সেট চায় তার সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, কাপড় কাচার যন্ত্র ও তার চাই। বাচ্চারা মাকে সমর্থন করে। স্বামীর বাবাটি এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিবারের সকলে মাসিক কিস্তিতে

এসব কিনতে পারে বলে তাকে বোঝায় । শেষ পর্যন্ত তার আর কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে না আর মাসিক কিস্তি শোধ করতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করা হয় ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও -

১) প্রথম ঘটনায় কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে ?

২) এই প্রয়োজন গুলি যেমন .....

৩) দ্বিতীয় ঘটনায় মা / স্ত্রী যে সব ভোগ্য সামগ্রী চেয়েছিল যেমন টি , ভি সোফা সেট ইত্যাদি সত্যিই দরকারী ছিল ? কেন ?

৪) তোমার মতে বিশেষ তিনটি মৌলিক প্রয়োজন এবং তিনটি প্রায়শই চাওয়া চাহিদা ।

দলীয় কাজ

দলে ভাগ হয়ে আলোচনা কর কোন্ কোন্ প্রয়োজনগুলি শিশুকে দিতে অস্বীকার করা হল ? স্ত্রী এবং সন্তানের কিভাবে স্বামী / বাবাকে সমর্থণ করতে পারত ? অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি কি কি ? যাতে একজন মানুষ সৎভাবে ও সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে পারে ?

ফিরে দেখা

প্রত্যেক দল অভিনয় করে শ্রেণীর সকলের সামনে দেখাবে ।

শিক্ষক তালিকা প্রস্তুত করবেন বোর্ডে যেখানে প্রয়োজন ও চাহিদাকে চিহ্নিত করা হবে ।

ব্যাখ্যা

কোন্ কোন্ প্রয়োজনগুলি প্রকাশ করা হল ? এটা কি দরকারী ? কেন ?

এই মানুষটির আন্তরিক বাসনা কি ? তা কি পরিপূর্ণ হল ?

কোন কোন শ্রেণীর মানুষ তাদের মৌলিক প্রয়োজন ও চাহিদা পরিপূর্ণ করতে পারে । কেন এইরকম ঘটে ?

সমাজে কি সব পাওয়া এবং না পাওয়া শ্রেণীর লোক আছে ? তোমার কি রকম মনে হয় যখন তুমি দেখ এই বিরাট ব্যবধানকে যে এক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পরিপূর্ণ হয় আর এক শ্রেণী বঞ্চিত থাকে ?

একটা পরিস্থিতি চিহ্নিত কর যেখানে এক শ্রেণীর লোকের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার করা হয় । তোমার এতে প্রতিক্রিয়া কি ? তাদের কিভাবে মৌলিক অধিকারগুলি দেওয়া যেতে পারে ?

অনেক শ্রমিকের বাসস্থান নেই । অন্যরা একের পর এক বাড়ী বানায় এবং একের বেশী বাড়ীর মালিক হয় ।

হাজার হাজার কৃষকের দৈনিক পয়সা পায় তাদের পরিশ্রমের জন্য কিন্তু তাদের নিজস্ব জমি নেই । অনেক জমির মালিকের হাজার হাজার একর জমি আছে অথচ তারা নিজেরা চাষ করে না ।

কিভাবে এরকম অবস্থার পরিবর্তন করা যায় যাতে দুই শ্রেণীর লোকেরই অধিকার পরিপূর্ণতা পায় ? তুমি কি করতে পার ?

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

একটি মুঠির সমান হৃদয় - কিন্তু এত চাহিদা যে একটা মহাসাগর ভর্তি হতে পারে। আমাদের অব্যবহৃত জুতো যারা খালি পায়ে থাকে তাদের দিতে পারি ! আমাদের বাড়ী কিন্তু খালি পড়ে আছে যদি নিরাশ্রয়কে দিতে পারি। আমার অধিকৃত জমি যা অকর্ষিত পড়ে আছে যদি চাষীকে দিতে পারি ! আমাদের অব্যবহৃত জামা কাপড় যা আলমারীতে পড়ে আছে যদি তা অনাবৃত শরীরকে ঢাকতে পারে !

শিক্ষক নরম সুরে বাজনা বাজাবেন .....

তোমার চেনা কারও কি সত্যিই প্রয়োজন আছে ? তোমার এমন কি কিছু আছে তা তুমি সেই ব্যক্তিকে দিতে চাও - তোমার এমন কি কি আছে ? একটু হাসিই হয়তো তোমার সম্বল .....

ঈশ্বরকে অনুভব করে কিছু সময় ব্যয় কর।

বাড়ীর কাজ

১) ~~ছাত্ররা~~ প্রতিবেশে একটা জরিপের আয়োজন করবে (শহর / মফঃস্বল / জেলা / গ্রাম) যাতে পায় নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

(ক) তোমার এলাকায় বিভিন্ন লোকেদের বিভিন্ন কি কি পেশা আছে ? তাদের মাসিক রোজগার তোমার মতে কত হতে পারে ? কতজনের কোন কাজ নেই ? কেন ?

(খ) প্রতিটি দলের উপস্থাপিত মৌলিক সুবিধাগুলি কি কি ?

(গ) প্রত্যেক দলের প্রয়োজন মৌলিক সুবিধাগুলি চাই অথচ তারা পায় না।

(ঘ) তাদের ~~মৌলিক সুবিধাগুলি পাওয়ার বাধা কোথায়~~ ?

সংখ্যা ক্রম	বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ	প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি পাওয়া যায় বা লভ্য	প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি লভ্য নয়	না পাওয়ার কারণগুলি

ছাত্ররা চার্ট প্রস্তুত করবে যা তারা পর্যালোচনা করে দেখেছে সেই বিষয়ে এবং শ্রেণীর সকলের সামনে উপস্থাপিত করবে।

২) বাড়ীতে নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে :

(ক) বাড়ীর ব্যবহারে লাগে এমন দশটি জিনিসের তালিকা করবে সেগুলি মৌলিক প্রয়োজন + চাহিদা (বিলাসদ্রব্য) বোঝায়।

(খ) এগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিস অতিপ্রয়োজনীয় যা ছাড়া জীবন যাত্রা নির্বাহ হয় না ?

(গ) এর মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিস বিলাসদ্রব্য বলে চিহ্নিত এবং মর্যাদা সূচক ?

(ঘ) কতগুলি জিনিস ব্যবহার লাগে না কখনই ?

(ঙ) কোন্ কোন্ জিনিস কখনই ব্যবহারে লাগে না ?

(চ) মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কি কি ? বিদ্যালয়ে নিয়ে এস ।

বাড়ীর কাজ (ফিরে দেখা)

১) প্রত্যেক ছাত্র তাদের জিনিসগুলি শ্রেণীতে সকলকে দেখাবে । ব্যাখ্যা করে বলবে কে সেগুলি প্রয়োজনীয় ? এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি একত্র করে এমন কাউকে দেবে যার এরকম মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নেই ।

২) জিনিসগুলি দিয়ে দিতে তোমার কেমন লাগল ? আলোচনা কর ।

আইন কি করতে পারে ?

সমাজের প্রতিবন্ধকতা দূর করার আইন ১৮৩৩

ত্রিভাঙ্কুর রাজ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করতে বিবৃতি দিল ১৯২৫

মন্দিরে প্রবেশসূচক আইন , ১৯৩৯

নাগরিক অধিকার রক্ষার আইন , ১৯৫০

তপশিলী জাতি গোষ্ঠী / উপজাতির উপর করা বর্বরোচিত কাজ মূলক আইন , ১৯৮৯ অস্পৃশ্যতা এখনও এইসব প্রণয়ন করেও দূর করা সম্ভব হয় নি ।

জাতভেদ সমস্যা এখনও দেখা যায় । দলিতরা এখন ও গ্রামের বাইরে বাস করে। তাদের থাকার জায়গা বা কলোনীতে একটা যথাযথ পথ নেই অথবা শবদাহ করার জায়গা নেই ।

যদিও কবরখানা / শ্মশান রয়েছে তবু ও তারা ব্যবহার করার সুযোগ পায় না ।

দলিতরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না অথবা মন্দিরের স্পর্শ থেকে তারে দূরে থাকে ।

শিশুর সুরক্ষায় - কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি , প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বা আইন প্রণয়ণ করার কর্তৃত্ব সকলকেই শিশুর প্রয়োজনকে , মঙ্গলকে সর্বোপরি স্থান দিতে হবে ।

(আর্টিকেল ৩ .১ ইউ এন কনভেনসন অন রাইট অব দ্যা চাইল্ড , ১৯৮৯)

১৫. মানবাধিকার

একক কাজ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে উত্তর করুন ।

এর আগে যে সমস্ত অধ্যায়গুলি তোমরা পড়েছো, সেই সবগুলিতেই, মানুষ একে অপরের সঙ্গে কেমন আচরণ করে এবং কেন করে, তা আলোচিত হয়েছে । তুমি নিজেও তোমার ব্যবহার এবং অন্যের প্রতি আচরণের প্রতি আলোকপাত করেছো । এই সকল কিছু নিয়ে চিন্তা করে এখন বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই যে, মানবাধিকার কি । আজকাল তিনপ্রকারের অধিকার রয়েছে ঃ

(ক) মানবাধিকার ।

(খ) পশুর অধিকার ।

(গ) পরেবেশের অধিকার ।

এই বইটিতে মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার কারণ এই নয় যে পশু এবং পরিবেশের অধিকার নেই। কারণ, মানুষই হল সর্বাধিক উচ্চমানের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং মানুষই হল সেই জীব যারা দরাজ হাতে অন্যদের অধিকার দিয়েছে অথবা অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীর একক সৃষ্টিকর্তাই শ্রেষ্ঠ । যেহেতু অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সৃষ্টি চালিত তাই আমরা সকলেই একইভাবে জন্মাই এবং পৃথিবীতে আসি নগ্ন অবস্থায়, কিছুই আমাদের নিজেদের নয় । তবুও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি সবাই সমান নয় - কেউ দরিদ্র পরিবারে জন্মায়, কারো আছে যথেষ্ঠ ধন, কারো বা পর্যাপ্ত মেধা কারো কম। মানবাধিকার এই আশ্বাসই দেয়, যাতে সকলে ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় ।

মানবধিকারগুলি হল ঃ

জন্মগত ঃ আমরা হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মাই । তাই জন্মমুহূর্তে আমরা মানবাধিকারের অধিকারী ।

অবিচ্ছেদ্য ঃ আমাদের দ্রব্যসামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু অধিকারগুলি নয় ।

সকলের কাছে সমান ঃ মানবাধিকার সকলের কাছে সমান । দেশ, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে মানবাধিকার সকলের কাছে সমান ।

সসীম / সীমাবদ্ধ ঃ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা মানবাধিকার নয় । অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন জীবন যাপন করাও আমাদের কর্তব্য ।

মানবাধিকার কখন অলস হয়ে পড়ে ?

(ক) যখন অবহেলিত, অত্যাচারিত মানুষ আশা হারিয়ে ফেলে ।

(খ) যখন শাস্তি এবং বিচার প্রাধান্য বা জয়লাভ করে ।

মানুষ যখন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন কি হয় ?

(ক) অত্যাচারিত মানুষ আশা হারায় ।

(খ) শাস্তি এবং বিচার ব্যবস্থা প্রাধান্য বা জয়লাভ করে ।

পৃথিবী ব্যাপী মানবাধিকারের ঘোষণা (১৯৪৮)

স্বাধীনতা এবং সাম্যের অধিকার

প্রতিটি মানুষেরই জন্মের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সম্মান ও অধিকার ভোগে সকলেই সমান। সকলেরই যুক্তি বোধ এবং বিবেকবোধ রয়েছে, তাই একে অপরের প্রতি ভাতৃভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করাই কর্তব্য । (ধারা ০২)

সকলেই এই ধারায় ঘোষিত অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে । ধর্ম , ভাষা লিঙ্গ , রাজনৈতিক মতামত প্রভৃতি নির্বিশেষে এই অধিকারভোগে সক্ষম ।

আগের পাঠগুলি দেখে বার করার চেষ্টা কর যে কোথায় প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশুর অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে । লিখে ফেল ।

দলবদ্ধ কাজ :

(খ) আগের পাঠগুলি থেকে পরিস্থিতি চিহ্নিত কর ।

নীচের দাগ দেওয়া অংশের অধিকারগুলি পড় এবং পাশে পাশে মন্তব্য লেখার চেষ্টা কর। আগের পাঠক্রম থেকে ও পরিস্থিতি ব্যবহার করতে পারো।

বেঁচে থাকার অধিকার

প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকার, স্বাধীনতার এবং সুরক্ষার অধিকার আছে। (ধারা ০৩)

স্বাস্থের অধিকার

প্রত্যকেরই নির্দিষ্ট পরিমানে নিজের, পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবার অধিকার আছে।

(ধারা ২৫.১)

সাংস্কৃতিক অধিকার -

প্রত্যকেই দলবদ্ধভাবে আপন সাংস্কৃতি বিশ্বাস উপভোগ করতে পারবে। কলা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল সমানভাবে ভাগ করতে পারবে।

(ধারা ২৭.২)

অত্যাচারিত না হয়ে বাঁচার অধিকার -

অত্যাচার এবং অমানবিক ব্যবহারের স্বীকার না হওয়ার অধিকার সকলের জন্য।

(ধারা ০৫)

যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বিবাহের অধিকার

প্রাপ্তবয়স্ক নর - নারী ধর্ম, জাত নির্বিশেষে বিবাহের অধিকারী। (ধারা ১৬.১)

বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ণ সম্মতিতেই বিবাহ সম্ভব।

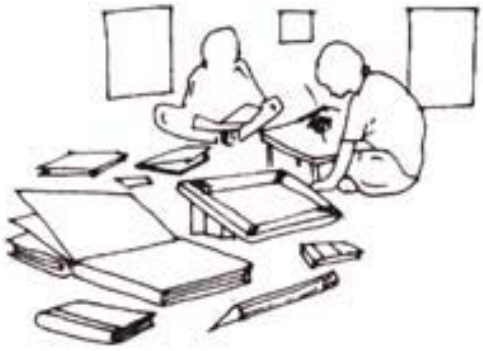

শিক্ষার অধিকার

প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার আছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা হবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা হবে অত্যাবশ্যক। প্রযুক্তিগত এবং কারিগরী শিক্ষা হবে সুলভ এবং উচ্চ শিক্ষারও যথেষ্ঠ সুযোগ থাকবে। মেধার ভিত্তিতে এই শিক্ষা সকলের জন্য হবে সমান।
মাতা পিতার সন্তানের কি ধরনের শিক্ষা গ্রহণীয় সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

(ধারা ২৬.২)

ধর্মের অধিকার

প্রত্যেকের ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তার অধিকার আছে। স্বাধীনভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার অধিকার আছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রচারের অধিকারও রয়েছে।

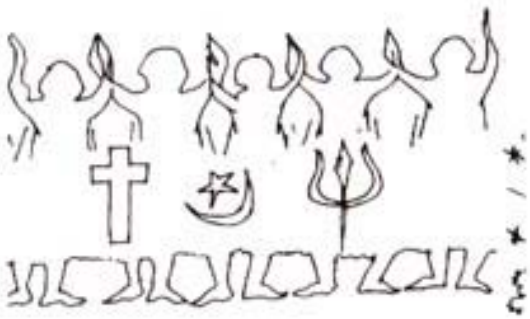

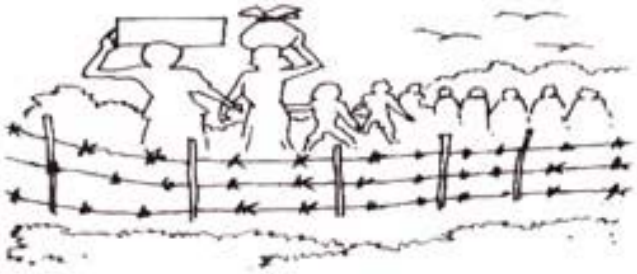

বসবাস এবং দেশান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতা

যে কোন রাজ্যে বসবাস ও স্থানান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতা আছে। (ধারা ১৩ .১)
প্রত্যেকের নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়া এবং আবার ফিরে আমার অধিকার আছে। (ধারা ১৩ .১)

সমানাধিকার এবং আইনের রফা প্রত্যকেই আইনের চোখে সমান। আইনের দরবারে সমান নিরাপত্তা প্রাপ্তির অধিকারী। (ধারা ৭)

কাজের অধিকার

প্রত্যকের কাজের অধিকার আছে। স্বাধীনভাবে কাজের অধিকার এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকারও আছে। (ধারা ২৩ .১)

ভোটদানের অধিকার

প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে সরকার তৈরির বিষয়ে প্রার্থী নির্বাচনের অধিকার আছে। (ধারা ২১ .১)

প্রত্যেকেরই জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। (ধারা ২১ .১)

	বিবরণ	সঠিক	ভুল	কারণ	মানবিধারহিনতা
১.	যাকে তুমি ইচ্ছা কর তাকে বিয়ে করা।				
২.	যদি তুমি মৃতদেহবাহক / শববাহক হও তবে, সাধারণের ব্যবহার্য কুয়ো থেকে জল নিতে পারবে না।				
৩.	যেহেতু তুমি মহিলা, তাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমার নেই।				
৪.	তোমার পছন্দমত জায়গায় ভ্রমণ করতে পারবে না।				
৫.	যে কাজ তুমি করতে ইচ্ছুক, তা তুমি করতে পারবে না।				
৬.	কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দোকান থেকেই তুমি জিনিস কিনতে পারবে।				
৭.	মহিলারা যানচালক হতে পারবেনা।				
৮.	মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবে না।				
৯.	বিদ্যালয়ে ছুটির পর ছেলেরা খেলবে কিন্তু মেয়েদের ফিরে বাড়ির কাজ করতে হবে।				
১০	তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্মাচরণ করতে পারবেনা।				
১১.	দেশের প্রয়োজনে বড় বড় বাঁধ তৈরি হলে সেখানকার মানুষকে সরিয়ে				

	দেওয়া ভুল নয় ।				
১২.	গরীবদের জন্য গৃহনির্মান সরকারের দায়িত্ব নয়, তাতে দরিদ্র মানুষ অলস হয়ে পড়বে ।				
১৩.	কর্মীদের সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করতে হবে ।				
১৪.	১৪ বছরের কম শিশুর উপার্জনের জন্য কাজ করা অন্যায় নয় ।				
১৫.	বিধবা আবার বিয়ে করতে পারবে না ।				
১৬.	পুরুষ এবং নারীর সমান রোজগার সমীচীন নয়।				
১৭.	গয়না তৈরীর জন্য হাতি মেরে তার দাঁত সংগ্রহ করা অন্যায় নয় ।				
১৮.	গরীবদের অলসতাই তার দুঃখের কারণ ।				
১৯.	শববাহক, কেথর, মুচি সকলেরই সসম্মানে বাঁচার অধিকার ।				
২০.	আদর্শ স্ত্রী স্বামীকে মেনে চলবেন ।				
২১.	শহরের সৌন্দর্য সাধনের জন্য বস্তি উচ্ছেদ অন্যায় নয় ।				
২২.	যুবশক্তির কর্ম নিয়োগ সরকারের দায়িত্ব জয় ।				
২৩.	দরিদ্র শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গবাদি পশুর চরাবে সেটিই লাভজনক ।				
২৪.	ধনীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে কারণ তারা বিত্তশালী ।				

ফিরে দেখা :

আটটি দল থাকলে প্রতিটি দলই তিনটি বিষয়ের মূল্যায়ণ করবে।

বিস্তারিত আলোচনা :

প্রতিটি দলই যেহেতু তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে, অন্যদলগুলি সেটি সঠিক কিনা আলোচনা করে নিতে পারবে। মানবাধিকার বিষয়টি প্রশ্ন গুলির সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত : তোমার পরিবারেই যদি কোন অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে তুমি সেটি নিয়ে আলোচনা কর। এই বিষটি নিয়ে কি করতে পারো ?

- প্রথমেই লেখ, যে তোমার চিন্তায় কোন ভুল নেই তো ?
- পরিবারের সঙ্গে কথা বল।
- বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটি পোস্টার তৈরি করে প্রতিবেশীদের কাছে যাও।
- খবরের কাগজে লেখ।
- অন্য কিছু ভাবতে পারছো কি ?
- অন্য দল যারা এই বিষয়ে কাজ করছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হও।

বাড়ীর কাজ

১. তোমার সিদ্ধান্ত নিষ্ঠাভাবে পালন কর।

২. ক, খ - এর পোস্টার তৈরী করে যেখানে শিশু শ্রমিক দেখবে, সেখানেই কাজে লাগাও।

৩. ঘ - দেখিয়ে তোমার মা - বাবা এবং বন্ধুদের বল যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই যেন জনগণের ব্যবহার পরিবর্তনের চেষ্টা করা

হয়।

(ক)

বহুদিন ধরে , বিশেষত : উপনিবেশের সময় থেকে জনসাধারণের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আজ ও বহু সংখ্যক মনুষ সমাজ অহেলিত , শোষিত। ক্রমবর্ধমান ভাবে মানুষ বুঝতে পারছে যে শান্তি এবং সম্মান তখনই কেবলমাত্র সম্ভব, যখন প্রত্যেকে এবং প্রতিটি সংগঠন সুরক্ষিত।

মুখবন্ধ : এশিয়ার মানবাধিকার (.....

১৯৮৯)

(খ)

সরকারী বা বেসরকারী অথবা যে কোন সামাজিক সংগঠন অথবা আইনী সংগঠনে শিশুর অধিকার রক্ষাই অগ্রাধিকার পাবে।

ধারা ৩.১ ..... ১৯৮৯

(গ)

আইন কি করতে পারে ? সামাজিকভাবে অক্ষমতা দূরীকরণ আইন , ১৮৩৩ ত্রিবাঙ্কর রাজ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আইন, ১৯২৫, মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আইন, ১৯৩৯ জনসাধারণের সুরক্ষা আইন, ১৯৮৯ তপশিলী, উপজাতি সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৯

অস্পশ্যতা এখনো সমাজে রয়েছে। জাতের ভেদ এখনো বর্তমান। দলিতরা এখনো গ্রামের বাইরে বাস করেন। তাদের নেই যোগাযোগ ব্যবস্থা অথবা অন্ত্যেষ্টি ক্ষেত্র। দলিতরা মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং রথযাত্রায় সামিল হওয়ার অধিকারী নয়।

১৬. রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

একক কাজ

নিচের তালিকাটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দিন

তুলনা

রাজতন্ত্র	গণতন্ত্র
একনজাই শাসক - রাজা বা রানী ।	জনগণের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।
সহযোগী মন্ত্রী পরিষদ আছেন - কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন রাজা ।	যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটের অধিকারী , তারাই দল নেতা এবং দলীয় প্রার্থী ।
যে কোন বিষয়ে (জনগণের কোন অধিকার নেই ।)	সরকার জনগণের , জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা । কিন্তু জনগণের মৌলিক কর্তব্য আছে । জনগনই জাতির জীবন শক্তি ।
রাজা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ।	জনগণ আইনের দ্বারা সুরক্ষিত মৌলিক অধিকার রয়েছে । জাত, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেরই স্বাধীনতা, আইনত সুরক্ষার অধিকার আছে । সরকার জনসাধারণের অধিকার সুরক্ষার দায়িত্বে থাকে ।
রাজা যদি জনদরদী, নির্ভরযোগ্য, দয়াশীল হন, তবে ঠিক আছে । কিন্তু না হলে, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না বা সিংহাসনচ্যুত করতে পারবে না ।	সরকার যদি জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করতে না পারে , তবে ভোটের মাধ্যমে (৫ বছর বাদে) তাকে সরানো সম্ভব । জনগণ প্রশ্ন করতে পারে । ন্যায়ালয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাও সম্ভব ।
	সকলকে সমান সম্মান দেওয়া এবং ব্যবহার করা উচিত ।

কোন পন্থায় আপনি বসবাস করতে চাইবেন - রাজতন্ত্র না গণতন্ত্র ? কেন ? দলবদ্ধ কাজ (i) আপনার পছন্দ এবং কারণ দলে আলোচনা করুন - একে অন্যের কথা শুনুন এবং একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে শ্রেণীর সামনে কারণ উপস্থাপন করুন ।

মৌলিক অধিকার - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত।

(ক) সংবিধানের প্রতিটি এবং সংগঠন, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতকে শ্রদ্ধা করা।

(খ) জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিটি উচ্চ আদর্শ এবং কাজকে সম্মান প্রদর্শন।

(গ) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য সুরক্ষিত করা।

(ঘ) রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করা, জাতীয় কাজের আহবানে সাড়া দেওয়া।

(ঙ) ঐক্য এবং ভাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, ধর্মীয় ভাষাগত অঞ্চলগত বিভেদভোলে এবং নারী সম্মান বজায় রাখা।

(চ) প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির রক্ষা এবং সম্মান করা।

(ছ) বন সম্পদ, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

(জ) বিজ্ঞান মনস্কতা, মানসিকতা, মানবিকতা সংস্কারের মনোভাব বৃদ্ধি করা।

(ঝ) জনগণের সম্পদ রক্ষা এবং দাঙ্গা রোধ করা।

(ঞ) সকল কাজের উৎকর্ষ সাধন এবং সকলের ক্ষমতার সুপরিকল্পিত ব্যবহার, যাতে জাতি তার সর্বোৎকৃষ্টতার চূড়ায় পৌঁছাতে পারে।

ফিরে দেখা আলোচনার কথা ক্লাসকে বলুন অপরের কথা শুনুন। শিক্ষক সব উত্তর ক্লাসে বোর্ডে লিখবেন। যে শব্দগুলি বুঝতে পারনি, সেগুলি আলোচনা কর। শিক্ষক সেই শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরি করবেন।

বিশ্লেষণ (i)

শিক্ষক তোমার উত্তর খোঁজায় সাহায্যে করবেন। নিচের তথ্যগুলির প্রয়োজন হতে পারে।

- তোমার উত্তর থেকে একথা স্পষ্ট যে, তুমি স্বাধীনতার মূল্য বোঝ। কিন্তু গণতন্ত্রে আমরা কি সর্বত ভাবে স্বাধীন ?
- মৌলিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
- এক একটি মৌলিক কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যদি কোন একটি নির্দিষ্ট দল এই কাজটি করতে পারে, তবে ভাল হয়। (শিক্ষক মনোযোগ সহকারে দেখবেন ক্লাসের সকলে বিষয়টি বুঝেছে কিনা ? প্রতিটি দল যে কোন একটি কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেই স্বল্প সময়ের মধ্যেও বিষয়টি সম্পূর্ণ আলোচিত হতে পারে।)

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যে কোন একটি মৌলিক কর্তব্য স্থির করে -যা সম্বন্ধে মৌলিক কর্তব্যের তালিকাটি বাড়ি নিয়ে গিয়ে মা - বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন কোনটি সরকারের দ্বারা অবহেলিত।

১) বিরোধী দল।

২) শাসনতন্ত্রের পদস্থ কর্মচারীগণ।

৩) পুলিস বিভাগ।

৪) বিচারবিভাগ ।

৫) নির্বাচন কমিশন ।

৬) নাগরিক ।

৭) ছাত্র নাগরিক ।

শ্রেণীকক্ষে বিষয়টি আলোচনা করে যে কোন একটি বিষয় স্থির করে একটি চিঠি লেখার ব্যবস্থা কর । যাতে করে অবহেলিত বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করা যায় ।

১) জাতিয় নির্বাচন কমিশন	২) রাজ্য নির্বাচন কমিশন
৩) সংবাদপত্র	৪) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
৫) রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন	৬) সুপ্রীম কোর্ট ।
৭) হাই কোর্ট	৮) বিরোধী দলের দল নেতা
৯) জেলা কোর্ট	১০) বিধান সভার স্পীকার ।
১১) রাজ্য পুলিশ অফিসার	১২) মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সচীব ।

লরেটো ডে স্কুল শিয়ালদহ

ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস এডুকেশন

ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস এডুকেশন (আই. এইচ. আর. ই) ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস এডুকেশন , পিপলস ওয়াচ এর একটি কর্মসূচী , যে সংস্থা ১৯৯৫ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে মানবাধিকার রক্ষা এবং তার প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছে। কর্মসূচী অনুযায়ী পিপলস ওয়াচ মূলত ঃ মানবাধিকার কাজে নিযুক্ত , তৎসহ মানবাধিকার রক্ষা, প্রচার এবং শিক্ষার কাজে ও অংশ নিচ্ছে। সম্প্রতি এই সংস্থা দশটি রাজ্যে অত্যাচার বিরোধী একটি জাতীয় প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্যে মানবাধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। এই সংস্থা সাহায্য প্রার্থীদের জন্য একটি হেল্প লাইন (সহায়তা ফোন) চালাচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে অত্যাচারিত মানুষদের জন্য একটি পুর্ণবাসন কেন্দ্র।

১৯৯৭ সাল থেকে এইচ. আই. ই মানবাধিকার শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইউ . এ ন . হাইকমিশনার এবং ইউনেসকো এই কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন - মানবাধিকার রক্ষা এবং তার প্রচারে এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ যোগদান রয়েছে এবং ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্থার একজিকিউটিভ ডাইরেক্টরকে তাঁরা বিশ্বমানবতা শিক্ষা কর্মসূচী জেনিভাতে কর্মসূচী রূপায়নের পরিচালনায় বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

জাতীয় মানবাধিকার স্কুল শিক্ষা কর্মসূচী বর্তমানে গুজরাট , ত্রিপুরা , পশ্চিমবঙ্গ , ওড়িশা , ছত্রিসগড় , অন্ধ্রপ্রদেশ , কর্ণাটক , কেরালা , দিল্লি , রাজস্থান , পন্ডিচারী , এবং তামিলনাড়ুতে চলছে। এই মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচীতে ২০০০ এর ও বেশি স্কুল , ৩০০০ এর বেশি শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রায় ২,০০,০০০ ছাত্রছাত্রী উপকৃত আছে।